BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University
68 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani, 5th Floor (Level-6),
cddr,b Building, Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh

Phone: 880-2-9827501-4 Fax: +880 2 58810383

www.bracjpgsph.org

JOURNEY TO A BETTER LIFE: **STORIES OF BRAC SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME GRADUATES**

JOURNEY TO A BETTER LIFE:
STORIES OF BRAC SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME GRADUATES

JOURNEY TO A BETTER LIFE:
STORIES OF BRAC SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME GRADUATES

সমৃদ্ধ জীবনের পথে যাত্রা:
ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্র্যাজুয়েটদের গল্প

Published by
BRAC James P Grant School of Public Health
BRAC University, Bangladesh

68 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani, 5th Floor (Level-6), icddr,b Building,
Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh.

First Published December 2020

Copyright© 2020. BRAC JPGSPH

Written by
Farhana Alam
Wafa Alam
Alvira Farheen Ria

Editing
Rashida Ahmad

Bangla translation by
Prantik Roy
Rafia Sultana

Photography
Sabrina Munni

Design
Nuruzzaman Lucky

Note of In-Charge

BRAC's Skills Development Programme has taken this initiative to understand how skills development interventions has changed the lives of people, especially young women in non-traditional occupations, persons with disabilities, transgender people and other marginalised youth. It is important to look at labour market interventions such as skills development with an inclusion lens; in order to understand specific challenges that are faced by people who lack access to such services. This photo-narrative will help us to look into the realities of these marginalised people supported with skills training and plan interventions accordingly.

Tasmiah Tabassum Rahman
Head of Strategy and Business Development (Current in-Charge)
Skills Development Programme, BRAC

ইন-চার্জ এর নোট

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সাধারণ মানুষের জীবনে, বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া তরুণ-তরুণী, যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি ও অপ্রচলিত পেশার নারীদের জীবনে কীভাবে পরিবর্তন এনেছে তা অনুধাবনের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে। শ্রম বাজারের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো কেন একটি বড় জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য প্রবেশগম্য হচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো কী তা খুঁজে বের করা জরুরি। এই ফটো-ন্যারেটিভটি আমাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে ও সেই লক্ষ্যে কাজ করতে সহায়তা করবে।

তাসমিয়া তাবাসসুম রহমান
হেড অব স্ট্র্যাটিজি অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (কারেন্ট ইন-চার্জ)
দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক

BRAC Skills Development Programme

BRAC Skills Development Programme started its journey in 2012 with an aim to create an inclusive and sustainable economic development for the disadvantaged and marginalized youth in addition to creating decent employment opportunities. Through two approaches; apprenticeship and classroom-based model, learners are provided with trade based skills training with additional training on soft skills and foundational skills - Bengali, English, mathematics and digital literacy. In the informal economy, BRAC Skills Development Programme mainly works with young people aged 14-18 years old and trains them in different trades such as tailoring and dress making (male/female), mobile phone servicing, refrigerater and air-conditioner repairing, beauty salon, wood furniture designing etc. BRAC Institute of Skills Development (BISD) provides training to youth who are 18 years of age and above and help them find a job within the country or overseas. BRAC Skills Development Programme always prioritize inclusion of most disadvantaged and marginalized women, people with disabilities, and transgender people into the programme so that they can realize their potential to contribute in their families, society and to the national economy.

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১২ সালে সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক তরুণ-তরুণীদের জন্য সর্বব্যাপী এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক উন্নয়ন সৃষ্টি, এবং তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষানবিশ এবং শ্রেণীকক্ষ-ভিত্তিক মডেল- এই দুই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাশাপাশি সফট স্কিলস এবং ফাউন্ডেশনাল স্কিলস– যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং ডিজিটাল মাধ্যম ব্যাবহারের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ১৪-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন বিষয় যেমন টেইলরিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং (পুরুষ/নারী), মোবাইলফোন সার্ভিসিং, ফ্রিজ এবং এয়ার-কন্ডিশনার রিপেয়ারিং, বিউটি সেলুন, উড ফার্নিচার ডিজাইনিং ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট (বিআইএসডি) মূলত ১৮ বছর বা তারোও অধিক বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে অথবা দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের কাজের মাধ্যমে প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যাতে তারা তাদের পরিবার, সমাজ এবং দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের অবদান রাখার সম্ভাবনাটি উপলব্ধি করতে পারে।

BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University

Since its initiation in 2004, the BRAC James P Grant School of Public Health (JPGSPH), BRAC University has been dedicated to tackling the pressing public health needs of Bangladesh, through four key approaches, namely – Education, Training, Research and Advocacy. The institute focuses on innovative, experiential and immersive research methods , to understand public health challenges faced by different communities and the various complexities involved in addressing these challenges, proposing effective solutions and contributing to creating improved policies and programmes.

Partnered with the internationally renowned health research institute iccdr,b and the world's largest NGO BRAC, BRAC JPGSPH categorizes its projects under five Centers of Excellence:

- Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights
- Health Systems and Universal Health Coverage
- Urban Equity and Health
- Science of Implementation and Scale-up
- Non-communicable Diseases and Nutrition

The Centre for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR), established in 2008, has been working on all matters that encompass gender, sexual and reproductive health and sexuality in Bangladesh. It focuses on empowering the marginalized, historically disadvantaged, socially excluded and economically underprivileged populations of society through comprehensive research, capacity building activities, education and training, awareness building and advocacy. The ultimate aim of CGSRHR is to ensure human rights, dignity and equal opportunities for vulnerable individuals, and help create a world where everybody has a fair chance at life.

ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় চারটি মূল পদ্ধতি - শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও এডভোকেসি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনস্বাস্থ্যের চাহিদাগুলো/চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনস্বাস্থ্যমূলক চ্যালেঞ্জগুলিকে বোঝার জন্য গবেষণার পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা পদ্ধতিগুলিতে গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা, কার্যকর সমাধান প্রস্তাবনা এবং উন্নত নীতি ও কর্মসূচি তৈরিতে সহায়তা করে থাকে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিসিডিআর,বি এবং বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাক এর সাথে সমন্বয় সাধন করে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ পাঁচটি কেন্দ্রের অধীনে এর প্রকল্পগুলি শ্রেণিবদ্ধ করেছে-

- জেন্ডার এন্ড সেক্স্যুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস
- হেলথ সিস্টেম এন্ড ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ
- আরবান ইকুইটি এন্ড হেলথ
- সায়েন্স অব ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড স্কেল-আপ
- নন-কমিউনিকেবল ডিজিস এন্ড নিউট্রিশন

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার এন্ড সেক্স্যুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস (সিজিএসআরএইচআর) বাংলাদেশের লিঙ্গ, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং যৌনতার অন্তর্ভূক্ত সকল বিষয় নিয়ে কাজ করে আসছে। এটি বিস্তৃতিমূলক গবেষণা পদ্ধতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সিজিএসআরএইচআর এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এমন একটি বিশ্ব তৈরিতে সহায়তা করা যেখানে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জন্য অধিকার ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে সমান অধিকার ও সুযোগ বিদ্যমান।

About the research

This book is based on stories from the lives of ten BRAC Skills Development Programme graduates from selected population groups, identified as the most marginalised when it comes to inclusion through skills development. Over the course of the study, the research team spoke to ten graduates in rural and urban areas of Dhaka, Rajshahi and Sylhet divisions. The graduates were selected at random from the three pre-determined groups – those who identify themselves as transgender, persons with disabilities, and women in non-conventional trades.

Qualitative research methods were employed, including in-depth interviews and observation, to understand: (1) the participants' experiences of the training and their need for support after graduation from BRAC Skills Development Programme; and (2) the level of change that BRAC Skills Development Programme brought to their lives. The in-person interviews were audio-recorded, and the audio recordings transcribed; observations, which took place in homes and at workplaces, were documented in note form; and follow-up phone interviews were done as required. Data from the transcripts and notes were analysed to identify key aspects of the graduates' journeys before and after the skills training. This research was undertaken by BRAC James P Grant School of Public Health and was conducted between November 2019 and January 2020.

Ethical research statement

Ethical processes were followed during the research and publication of this book bearing in mind that interviews were elicited from adolescents, young women, and other vulnerable groups subject to discrimination. The purpose of the study was fully disclosed to participants, and informed written consent was taken to publish their stories and their images. Privacy and confidentiality were maintained. Participation in the study was voluntary and individuals had the right not to participate or to withdraw at any time. No benefits were offered to the participants as compensation for their time, but they were informed that their experiences could inform the design of future programmes. The research received ethical approval from the Institutional Review Board (IRB) prior to data collection.

গবেষণা সম্পর্কে

এই বইটিতে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির ১০ জন গ্যাজুয়েটদের জীবনের গল্প বলা হয়েছে যাদের মধ্যে আছেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেই সমস্ত নারী যারা অপ্রচলিত পেশায় নিয়োজিত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি। এই তিনটি পূর্বনির্ধারিত গ্রুপ থেকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নির্বাচন করা হয়। গবেষণা চলাকালীন ঢাকা, রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের এই ১০ জন গ্র্যাজুয়েটদের সাথে গবেষক দল কথা বলেন।

এই গবেষণায় মূলত গুনগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে (১) ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে গ্র্যাজুয়েটদের অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের পর এই প্রোগ্রাম থেকে তাদের চাহিদাগুলো কী; এবং (২) তাদের জীবন যাত্রায় ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব কতটুকু তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে যেসকল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় সেগুলো গবেষণার প্রয়োজনে শ্রুতি লিপিবদ্ধ (অডিও রেকর্ড) করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত অডিওগুলো প্রতিলিপি (ট্রান্সক্রাইব) করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের সময় পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়গুলো টীকা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল; এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তিতে অনুসরণ (ফলো-আপ) করার জন্য ফোনেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্র্যাজুয়েটদের এই দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পূর্বের এবং পরবর্তী জীবনযাত্রার মূল দিকগুলো জানতে প্রতিলিপি ও টিকাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণাটি মূলত জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর অধীনে নভেম্বর ২০১৯ থেকে জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

গবেষণার নীতিগত বিবৃতি

যেহেতু এই গবেষনায় বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হওয়া কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে; তাই এই গবেষণার শুরু থেকে বই প্রকাশনা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নীতিগত প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত সতর্কভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে এই গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত করা হয়েছে। তাদের গল্প এবং ছবি প্রকাশের জন্য তাদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেয়া হয়েছে এবং তথ্যের প্রয়োজনীয় সকল ধরণের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। প্রত্যেকে সেচ্ছায় এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের, তাদের সময়ের বিনিময়ে কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয় নি। তাদের অভিজ্ঞতাগুলো ভবিষ্যৎ কর্মসূচি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে বলে তাদের জানানো হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড (আই আর বি) থেকে গবেষণাটি নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

Preface

What gave Rimi[1], a young woman born with hearing and speech disabilities the courage to train in metal sheet cutting and fabrication in Bangladesh? Or Raju, who identifies herself as a transwoman, the will to go to work every day dressed as a man? The narratives in this book, based on interviews with Rimi, Raju and eight other young people, attempt to answer questions like these – about the impact of equipping school dropouts from marginal groups with skills to change lives.

The ten-young people, whose stories you will read here, are all graduates of BRAC Skills Development Programme training project. They are persons with disabilities, transgender individuals, or women breaking traditional gender moulds to work in non-conventional trades. These groups are often subject to discrimination or exclusion and face diverse challenges when trying to earn a living. BRAC Skills Development Programme improves their employment opportunities by furnishing them with the skills that employers want, whilst in turn supporting employers to foster enabling work environments.

Each of the graduates were placed under a Master Crafts Person (MCP)[2] at a place of work for hands-on apprenticeship training over a period of six months. Nine of them now work in their chosen trade. However, things do not always go smoothly, and challenges remain. Researchers from BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University spent two months visiting the homes and workplaces of the ten graduates, interviewing them about their experiences, their successes, and the challenges they faced or still face. Those interviews form the basis of this book, a photo-narrative with text and images that are intended to pull you into their lives.

We hope it may also spark a discussion on how training programmes can continue to support graduates after the training is over, to ensure that disadvantaged people can have better jobs, better workplaces, and better lives.

[1] Real names have not been used

[2] Master Crafts Person (MCP): An experienced shop- owner or worker within a particular trade who has been appointed by BRAC Skills Development Programme.

মুখবন্ধ

জন্মগতভাবে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী রিমি[১]; শিট মেটাল কাটিং এন্ড ফেব্রিকেশনের কাজে প্রশিক্ষণ নেয়া এবং সেই কাজ চালিয়ে যাবার মত মনোবল কোথায় পেল? অথবা রাজু (টান্সওম্যান), যে নিজেকে নারী হিসেবে সনাক্ত করে , কিন্তু তারপরেও পুরুষবেশে প্রতিদিন কাজে যাওয়ার পেছনের তার ইচ্ছাশক্তিটাই বা কোথা থেকে আসছে? রিমি ও রাজুর মত আরো আটজন তরুণ-তরুণীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত গল্পগুলোর মাধ্যমে এই বইটি এই প্রশ্নেগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে এবং একই সাথে তাদের জীবন পরিবর্তনে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে ।

১০ জন ব্যক্তি, যাদের গল্প এখানে বলা হয়েছে, তারা সকলেই ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির গ্র্যাজুয়েট। তাদের কেউ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কেউ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি, আবার কেউ বা প্রথাগত কাজ ছাড়িয়ে অপ্রচলিত পেশায় নিয়োজিত নারী। এই জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা এবং কাজের যথাযথ পরিবেশ তৈরি করে দেয়। এর পাশাপাশি কাজের সম্ভাবনাকে আরো সমৃদ্ধ করে।

প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েটকে একজন মাস্টার ক্র্যাফটস পারসনের (এমসিপি)[২] অধীনে নিয়োগ করা হয় যেখানে তাকে ছয় মাসব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে ১০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ৯ জন এখন নিজের পছন্দমত পেশায় নিয়োজিত। যদিও এখনোও তাদেরকে কিছু কিছু বাধার মুখোমুখি হতে হয়। ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় -এর গবেষকরা দুই মাস ধরে এই দশজন গ্র্যাজুয়েটেদের বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্র উভয় স্থানেই গিয়েছেন, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা, সাফল্যের গল্প এবং তারা যে বাধাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন সেই বিষয়গুলো তুলে এনেছেন। তাদের এই গল্প গুলোই এই বইটিতে কথা এবং ছবি আকারে তুলে ধরা হয়েছে যা এই সকল গ্র্যাজুয়েটদের জীবন সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দিতে সাহায্য করবে।

কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিভাবে সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সহায়তা অব্যাহত রাখা যায়, কিভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের ভালো চাকরি, উন্নত কর্মক্ষেত্র এবং সমৃদ্ধ জীবন লাভের সুযোগ তৈরি করে দেয়া যায়, সেই বিষয়ে এই বইটি আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আমরা আশা রাখি।

[১] এই বইয়ে এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃত নাম ব্যবহার করা হয়নি

[২] মাস্টার ক্রাফটস পারসন: ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক নিয়োজিত একজন কারিগর যিনি বিশেষ কোন একটি পেশায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ দোকান-মালিক

Background

Over ten million young people are currently unemployed or underemployed in Bangladesh. Despite a fast-growing economy, two out of every five people between the ages of 15 and 24 have no job, no education or no formal training [1]. While these young people face insecure lives and uncertain futures, employers report that skilled workers are scarce. Nearly half the population is illiterate or semi-literate with youth accounting for a large portion of that segment. Skilling this potential labour force could earn great dividends, both for them and the economy. In light of this, the Bangladesh government has prioritised skills development for young people. And in line with the government's National Skills Development Policy, BRAC has a target of securing jobs for disadvantaged young people through skills training. This is where the BRAC Skills Development Programme comes in, equipping young people with skills and knowledge to improve their employment opportunities.

Studies have shown the positive impact of skills training in the lives of BRAC Skills Development Programme graduates like increased earnings, enhanced empowerment, and improved self-confidence of the graduates [2]. Recently, a qualitative study was done to explore the livelihood of graduates of the STAR: Skills Training for Advancing Resources programme to document their livelihood trajectory and aspiration. The study found many successful cases of the graduates. However, it has also shown that employment status is not always an indicator of wellbeing, particularly for marginalized and socially excluded groups for whom cross-cutting issues continue to present challenges [3].

পটভূমি

বাংলাদেশে বর্তমানে ১ কোটি এর বেশি সংখ্যক মানুষ বেকার বা আংশিকভাবে বেকার। দ্রুত এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে দু'জনের কোন শিক্ষা, চাকরি অথবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই [1]। যেখানে এই সকল তরুণ-তরুণীরা অনিরাপদ জীবন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হচ্ছেন , সেখানে চাকরি-দাতারা আবার অপর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের কথা বলছেন এই যুবগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই মূলত অর্ধ-শিক্ষিত বা নিরক্ষর। সুতরাং এই সম্ভাবনাসম্পন্ন শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে তুলতে পারলে তা তাদের নিজের জীবন এবং দেশের অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই লাভজনক হবে। এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ সরকার এই তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এবং সরকারের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই, ব্র্যাক তার দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুবিধাবঞ্চিত তরুণ-তরুণীদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারন করেছে। এই প্রেক্ষিতেই ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

বিভিন্ন গবেষণায় ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির গ্র্যাজুয়েটদের জীবনে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব যেমন উপার্জনবৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন এবং অধিক আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় [2]। সম্প্রতি, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, স্টার (স্কিলস ট্রেইনিং ফর এডভান্সড রিসোর্সেস) প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করার জন্য একটি গুনগত গবেষণা করে। এই গবেষণায় গ্র্যাজুয়েটদের জীবনের অনেক ইতিবাচক গল্পগুলো উঠে এসেছে। পাশাপাশি এটাও দেখা গেছে যে কর্মসংস্থানের সুযোগই সবসময় ভাল থাকার সূচক হিসেবে কাজ করে না, বিশেষ করে প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে [3]।

Social inclusion through skills development

Social exclusion is rooted in prevailing beliefs and customs that lead to stigma and discrimination against certain groups of people. Excluding these groups from the labour force can be costly, both for the individual and the economy. Social exclusion deprives people of dignity and security; it also impacts negatively on human capital, national income, and productivity [4]. According to a study in 2015, exclusion of persons with disabilities from the labour market resulted in a loss to the Bangladesh economy of USD 891 million in a single year [5].

Social inclusion requires giving disadvantaged people the skills, resources, and possibilities for employment through training and education, as well as embracing them in local, cultural, and civic life [6]. For BRAC Skills Development Programme, social inclusion is a cornerstone of its training and skills development approach, built-in from programme design to implementation and learning [7]. BRAC Skills Development Programme's approach focuses on school dropouts, prioritizing adolescents and young men and women, and other discriminated groups including persons with disabilities, and transgender individuals. These groups are among the most marginalized when it comes to inclusion through skills development. Moreover, BRAC Skills Development Programme places equal emphasis on helping employers to create inclusive work environments and to foster decent work practices.

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ভূমিকা

সামাজিক বর্জন (সোশ্যাল এক্সক্লুশন) মূলত সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস এবং রীতিনীতিগুলোর মধ্যে গ্রথিত যা সমাজে বসবাসরত কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীকে (স্টিগমা) এবং বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদেরকে শ্রমবাজার থেকে বাদ দেওয়া তাদের এবং দেশের অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। সামাজিক বর্জন যেকোন ব্যক্তিকেই তাদের আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তার বোধ থেকে বঞ্চিত করে। অধিকন্তু, এটি মানব পুঁজি, জাতীয় আয় এবং উৎপাদনশীলতার উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে [4]। ২০১৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শ্রমবাজার থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বছরেই ৮৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছে [5]।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা সম্পদ, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করার পাশাপাশি স্থানীয়, সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক জীবনে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি [6]। ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে মূলত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নয়ন, যা প্রোগ্রাম ডিজাইন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত [7]। ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি মূলত স্কুল হতে ঝরে পড়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী , তরুণ-তরুণী এবং বৈষম্যের শিকার অন্যান্য জনগোষ্ঠী যেমন প্রতিবন্ধী এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যখন আসে তখন এই গোষ্ঠীগুলোকেই সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক পর্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সর্বব্যপী কাজের শোভন পরিবেশ তৈরি করে এবং যথাযোগ্য কর্মচর্চায় চাকরি-দাতাদেরকেও সমভাবে সাহায্য করে থাকে।

Still a taboo: women working in non-conventional trades

Social and cultural norms in Bangladesh prevent young women from pursuing non-traditional jobs, greatly restricting their employment opportunities to a handful of vocations, in beauty parlours, garment factories, domestic help, and other gender stereotypical work [8]. Skills training in most sectors is mostly male dominated. An example is the low female presence in technical and vocational education and training (TVET); women's participation in TVET in Bangladesh ranges from just 9-13% in public institutions and 33% in private institutions [9]. While some women are venturing into fields that have largely been male oriented in the past, social taboos persist against women's participation in many trades, especially in the informal economy.

অপ্রচলিত পেশায় নারীর গ্রহণযোগ্যতা

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা মূলত বেশিরভাগ পেশায় নারীদের কাজ করা থেকে বিরত রাখে, এবং তাদের কর্মসংস্থান শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পেশা যেমন বিউটি পার্লার, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, গার্হস্থ্য সহায়তা এবং অন্যান্য জেন্ডারভিত্তিক কাজে সীমাবদ্ধ [৪]। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষতা প্রশিক্ষণ পুরোপুরি পুরুষকেন্দ্রিক। উদাহরণস্বরূপ, টেকনিকাল এন্ড ভকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেইনিং-এ নারীদের কম উপস্থিতির কথা বলা যায়; বাংলাদেশে টেকনিকাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেইনিং-এ নারীদের অংশগ্রহণ সরকারী প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৯-১৩ শতাংশ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ [9]। যদিও কিছু নারী নিজেদের এমন কিছু কাজে নিযুক্ত করছেন যেগুলো পূর্বে পুরুষপ্রধান ছিল। তারপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলো সে সব অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশায় নারীদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

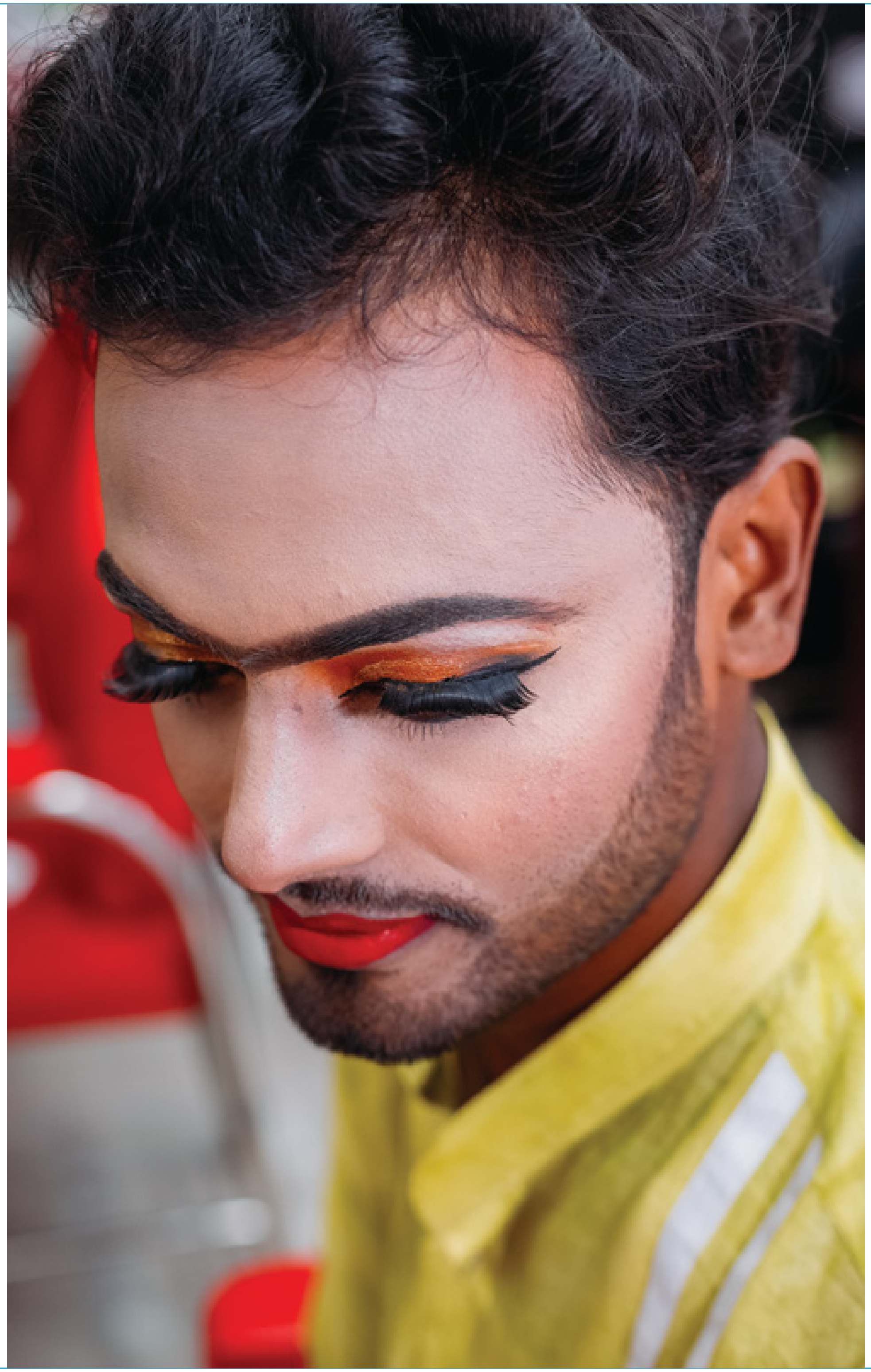

On the margins: the stigma faced by transgender people

For persons who are transgender[3], social stigma, cultural beliefs, and prevailing practices mean they are often excluded from the labour market altogether [10]. The word 'transgender' is an umbrella term indicating gender non-conformity of different groups of individuals [11]. In South Asia, one such group is the *hijra* - this group or community includes persons whose assigned sex at birth does not match his/her gender, and intersex persons who are born with biological features that do not fall into the typical definitions for male or female bodies. The people from hijra community, as well as other groups and individuals who identify themselves as transgender, commonly face discrimination from employers [12], and are often victims of verbal, physical or sexual abuse in the workplace and wider community. Stigmatized and marginalized, they can be reluctant to enter mainstream employment [12].

জেন্ডার বৈচিত্র্য ও কুসংস্কার

সামাজিক প্রথা, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং প্রচলিত ধ্যানধারণার কারণে ট্রান্সজেন্ডার[৩] ব্যক্তিরা প্রায়ই শ্রমবাজার থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে যায় [10]। 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি একটি আম্ব্রেলা টার্ম যা দিয়ে একটি বড় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় ও জেন্ডার পরিচয়ের বৈসাদৃশ্য কে বুঝায় [11]। দক্ষিণ এশিয়ায়, এরকম একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় 'হিজড়া'। এই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যারা জন্মগতভাবে বা জৈবিকভাবে পুরুষ কিন্তু নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দেন অথবা যারা জন্মগতভাবে বা জৈবিকভাবে নারী কিন্তু নিজেকে পুরুষ হিসেবে পরিচয় দেন অথবা নিজেকে পুরুষ বা নারী কোনটির অন্তর্ভুক্তই করেন না। এছাড়া এই সম্প্রদায়ের ভেতর এমন ব্যক্তিরাও পরেন যারা এমন কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যা পুরুষ বা নারী দেহের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে। হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা, এবং তাদের পাশাপাশি অন্যান্য গোষ্ঠী ও ব্যক্তি যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন, তারা সাধারণত চাকরি-দাতাদের কাছ থেকে নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন [12] এবং প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা মৌখিক, শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ও সামাজিক বর্জনের ফলে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা মূলধারার চাকরির ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হয়ে পরেছে [12]।

[3] A person who identifies as, or expresses, a gender that differs from the sex they were assigned at birth.

[৩] এমন একজন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে নির্ধারিত লিঙ্গের বৈসাদৃশ্যে নিজেকে সনাক্ত করেন ও পরিচয় দেন

Eager to work: people with disabilities

People with disabilities face an array of cross-cutting challenges in trying to enter the labour force. One billion people, or 15% of the world's population, experience some form of disability, and disability prevalence is higher for developing countries. Persons with disabilities are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes such as less education, poorer health outcomes, lower levels of employment, and higher poverty rates [13]. Many are capable and want to work, yet employers view persons with disabilities as unable to work and workplace infrastructures are rarely enabling for them [14]. In those cases where people with disabilities are employed, they still face obstacles in terms of accessibility or misconceptions and demeaning attitudes about their abilities. Women with disabilities are often more vulnerable in the workplace, and in society in general; along with the usual challenges that many working women face, disabilities add to their difficulties [15].

প্রতিবন্ধিতা ও কর্মমূখীতা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০০ কোটি বা ১৫ শতাংশ মানুষ কোন না কোন প্রতিবন্ধতা নিয়ে বসবাস করছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবন্ধিতার হার আরো বেশি। ক্ষতিকর আর্থসামাজিক প্রভাবগুলো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাঝে বেশি দেখা যায়, যেমন- কম শিক্ষা, দুর্বল স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থানের অভাব ও অধিক দারিদ্র্য হার [13]। কাজ করার আগ্রহ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকারীরা মনে করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কাজ করতে অক্ষম এবং কর্মক্ষেত্রের অবকাঠামো তাদের জন্য অনুকূল না বললেই চলে [14]। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়, সেখানেও তারা গ্রহণযোগ্যতার অভাব, ভুল ধারণা এবং তাদের দক্ষতা সম্পর্কে বিরুপ মনোভাব এর শিকার হয়ে থাকেন। সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজেই কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীদের দৈনন্দিন প্রতিবন্ধকতাগুলোর সাথে তার প্রতিবন্ধিতা একটি বাড়তি বাধা হিসেবে যোগ হয় [15]।

From **2012** to **2020**, BRAC Skills Development Programme has trained:

87,868 Total number of graduates	5,489 Graduates with disabilities	14,805 Women graduates in non-conventional trades
50,503 Women graduates	3,355 Female graduates with disabilities	263 Transgender graduates

২০১২ থেকে **২০২০** সাল পর্যন্ত, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রশিক্ষণ দিয়েছে:

৮৭,৮৬৮ মোট গ্র্যাজুয়েট সংখ্যা	৫,৪৮৯ প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট	১৪,৮০৫ অপ্রচলিত পেশায় নারী গ্রাজুয়েট
৫০,৫০৩ নারী গ্র্যাজুয়েট	৩,৩৫৫ প্রতিবন্ধী নারী গ্রাজুয়েট	২৬৩ ট্রান্সজেন্ডার গ্র্যাজুয়েট

NARRATIVES OF BRAC SKILLS DEVELOPMENT PROGRAMME GRADUATES

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্র্যাজুয়েটদের গল্প

RITA

A young girl makes men’s tailoring work for her

রিতা

পুরুষদের কাপড় সেলাই করে জীবিকা নির্বাহকারী একজন তরুণী

“I want to work. Even if there is no sewing machine, I can sew by hand.”

Rita, 16 years old, has been shouldering an enormous responsibility since her mother died two years back. Not only is she the family’s sole breadwinner, but also the main caregiver for her grandmother and two younger siblings. From cooking and cleaning, to making sure food was on the table, Rita’s childhood was cut short. But she remains thankful that she can support her family with her tailoring skills. Uncommon for a woman, Rita trained in men’s tailoring.

This was not the usual thing to do for a girl who lives in a relatively conservative community in Sylhet, she said. But Rita was facing difficulties at home and was forced to work in men’s tailoring and dressmaking to support her family.

“I never imagined sewing for men... it seemed odd, when I thought about what I’d be doing – talking to unknown men coming to the tailoring shop, and most embarrassing of all I’d have to take their measurements.”

Her father had remarried, and the step mother was unkind to her stepchildren in many ways, said Rita. But the worst thing for Rita was when her stepmother convinced her father to stop paying for her schooling, and she had to drop out. ***“I felt really bad... Even my teachers cried for me. My mother had always wanted me to study... I was very disappointed.”***

Soon after this, Rita’s father stopped giving money leaving the household in crisis. However, an aunt found out about BRAC Skills Development Programme’s training programme, and Rita was enrolled as an apprentice at a men's tailoring shop, which was known to the family.

"My family runs on the money I earn. Although I can't save much, I can make enough to keep the family going."

One of the first hurdles was travelling there on her own. To start with, her elder sister accompanied her to and from her training, but when her sister got married, Rita gathered the courage to travel the 20 - minute journey all alone. Another unforeseen problem was the lack of female toilet in the shop, which meant she had to use one at a nearby temple: *"The temple would only let me use their toilet once a day. I had to hold the urge of using a toilet most of the time, which was painful... And it felt weird to go to the temple toilet every day, it was embarrassing."*

Nevertheless, Rita completed her training, and was offered a job at the shop. This gave her the ability to support her family. *"The first time I gave my salary to my father, I felt really good,"* she said.

Although she supports the family, they place a lot of restrictions on her. Rita is not allowed to have a mobile phone, and the family keeps track of her movements by contacting the tailor shop to know when she has arrived and left.

Since her training, Rita has developed a wide range of skills in both men's and women's tailoring. She has even managed to buy a sewing machine with the small amount she put aside each week. Now she also runs her own small tailoring business from home, besides her job at the tailoring shop. She earns up to 5,000 taka (60$) a month. Rita said she was confident in her abilities and she could get higher paying jobs in other tailoring shops but her family will not allow it. According to her aunt, it does not matter if Rita earns less, what matters is that she is working with someone the family knows.

"I know, now I can get a higher paying job in other tailoring shops, but my family will not allow me to work under people they do not know personally."

Rita is not thinking of marriage quite yet. Her younger siblings are too young to care for themselves, and her grandmother is a person with visual disability. When she does move on, she said, her future husband may not want her to work in a men's tailoring shop. However, she thinks she will always be able to make a good income from home with the skills she gained through the BRAC Skills Development Programme.

> “আমি কাজ করতে চাই। সেলাই মেশিন না থাকলেও আমি হাতে সেলাই করতে পারবো”

দু বছর আগে মা মারা যাওয়ার পর থেকে ১৬ বছর বয়সী রিতার কাঁধে পরিবারের যে বিশাল দায়িত্ব এসে পড়েছে, সে তা এখন পর্যন্ত পালন করে যাচ্ছে। শুধু পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎসই নয়, নানী এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করা, রান্না করা এবং ঘর-বাড়ি পরিষ্কার রাখা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের খাবার যোগানোর দায়িত্বও একমাত্র তারই। আর এভাবেই পার হয়ে যায় রিতার শৈশব। কিন্তু তারপরেও সে কৃতজ্ঞ যে নারী হিসেবে মেনস টেইলরিং (পুরুষদের পোশাক তৈরি)-এর মত অপ্রচলিত পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং সেই দক্ষতাকে ব্যবহার করে তার পরিবারকে সে চালিয়ে নিতে পারছে।

রিতার মতে, সিলেটে বসবাসকারী তুলনামূলক রক্ষণশীল পরিবারের একজন মেয়ের পক্ষে এই কাজ করা সাধারণ কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পরিবারের নানা সমস্যা তাকে এভাবে সংসার চালাতে বাধ্য করেছে।

“আমি পুরুষদের পোশাক সেলাই করবো কখনো চিন্তাই করিনাই... আমার ভেবে অবাক লাগতো, যখন আমি চিন্তা করতাম আমাকে কি করতে হবে - অপরিচিত পুরুষদের সাথে কথা বলতে হবে; এবং সবচেয়ে অস্বস্তিকর ছিল যে আমাকে তাদের শরীরের মাপ নিতে হবে।”

রিতার বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর তাদের সৎ মা রিতা ও তার ভাই-বোনের প্রতি নানা রকম নির্দয় আচরণ করতেন। কিন্তু রিতা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিল যখন সৎ মা রিতার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করতে রিতার বাবাকে বাধ্য করেন যার ফলে রিতাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। **“আমার সত্যি অনেক খারাপ লেগেছিল...এমনকি আমার শিক্ষকরাও আমার জন্য কেঁদেছিলেন। আমার মা সবসময় চাইতেন আমি লেখাপড়া করি...আমি ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিলাম।”**

এর ঠিক পরপরই রিতার বাবা সংসারে টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেয়ায় তাদের পরিবারে নানা রকম অর্থ সংকট দেখা দেয়। তবে, রিতার এক খালা ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার মাধ্যমেই পরিচিত একটি মেনস টেইলরিং শপ (পুরুষদের কাপড় বানানোর দোকান)-এ রিতা কাজ শেখা শুরু করে।

“আমার পরিবার আমার উপার্জনের টাকায় চলছে। যদিও আমি বেশি সঞ্চয় করতে পারি না, তবে পরিবারকে চালিয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট আয় করতে পারি।”

প্রথমদিকে রিতার অন্যতম একটি সমস্যা ছিল একা একা কাজে যাওয়া। প্রথম প্রথম রিতার বড় বোন তাকে দোকান থেকে বাসায় আনা-নেয়া করলেও বড় বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর রিতা সাহস করে একাই এই ২০ মিনিট এর রাস্তা পাড়ি দিয়ে দোকান আসা -যাওয়া করতো। এছাড়া দোকানে নারীদের জন্য আলাদা কোন টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় তাকে কাছের মন্দিরের টয়লেট ব্যবহার করতে হত: **“মন্দির কর্তৃপক্ষ আমাকে কেবলমাত্র একবারই তাদের টয়লেট ব্যবহার করতে দিত। ফলে বেশিরভাগ সময়ই আমাকে টয়লেট চেপে রাখতে হত, যা বেশ কষ্টকর ছিল... এবং প্রতিদিন মন্দিরের টয়লেট ব্যবহার করতে ভালোও লাগতো না, এটি বিব্রতকর ছিল।”**

প্রশিক্ষণ শেষে রিতা সেই দোকানে একটি চাকরিও পেয়ে যায় যা তাকে তার পরিবার চালানোর সামর্থ্য তৈরি করে দেয়। রিতার ভাষায় **“জীবনের প্রথম আয় যখন আমি আমার বাবার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, তখন খুব ভাল লেগেছিল।”**

কিন্তু পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার পরেও রিতার উপর তার পরিবার অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না দেয়া, দর্জির দোকানে তার পরিবারের ফোন করে খোঁজ নেয়া যে সে কখন তার কর্মক্ষেত্রে পৌঁছালো, বা কখন বেরিয়ে গেল।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিতা নারী এবং পুরুষ উভয়ের কাপড় সেলাইয়ের দক্ষতা অর্জন করেছে। প্রতি সপ্তাহে জমানো স্বল্প পরিমাণের টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে। টেইলরিং শপের চাকরির পাশাপাশি রিতা এখন বাড়ি থেকে নিজের ছোট একটি টেইলর ব্যবসা চালাচ্ছে। তার মাসিক আয় ৫০০০ টাকা (৬০ ডলার)। নিজ দক্ষতার উপর রিতার আত্মবিশ্বাস রয়েছে। রিতা বিশ্বাস করে অন্য টেইলরিং শপগুলোতে বেশি বেতনের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা সে রাখে। কিন্তু তার পরিবার তাকে অন্য কোথাও চাকরি করার অনুমতি দেবে না। তার ফুপুর মতে রিতা কম আয় করলেও কিছু যায় আসে না, তাদের পরিচিত কারো সাথে কাজ করাটাই বেশি জরুরি।

"আমি জানি আমি অন্য টেইলরিং শপগুলোতে বেশি বেতনের চাকরি পেতে পারি। কিন্তু আমার পরিবারের থেকে আমাকে এমন কারো সাথে কাজ করার অনুমতি দিবে না যাকে তারা নিজেরা চেনে না। ”

বিয়ে নিয়ে রিতা এখনো ভাবছে না কারন তার ছোট ভাই-বোনেরা এখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তার নানী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। রিতার ধারনা বিয়ের পর তার স্বামী হয়ত তাকে পুরুষদের দর্জির দোকানে কাজ করতে দিতে চাইবে না। তবে, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে দক্ষতা সে অর্জন করেছে সেগুলো ব্যবহার করে সে বাড়ি থেকেই ভাল উপার্জন করতে পারবে।

JANNAT
JANNAT
JANNAT

“I want to work, whatever happens. Now I know how to sew, and I can use my hands too.”

“যাই ঘটুক না কেন, আমি কাজ করতে চাই। আমি এখন সেলাই করতে জানি এবং নিজের হাতকে কাজে লাগাতে জানি।”

PURNIMA

A transgender beautician from the *Hijra* community fights social stigma

পূর্ণিমা

নিজের দক্ষতা দিয়ে কুসংস্কার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা একজন ট্রান্সজেন্ডার বিউটিশিয়ান

> “In the beginning, customers were afraid to be served by me…now they treat me as a common person.”

Purnima, 25, walks across the street, wearing her favourite red sari and bangles, her hair clads in white jasmine flowers. She makes eye contact with a teenage school girl. Suddenly, the girl screams and faints. People rush over; her father is furious, asking Purnima repeatedly what she has done to his daughter. Even though people assure him that Purnima did nothing, he is angry and verbally abusive. Purnima feels angry, and guilty at the same time despite having done nothing. This is one of the many recurring incidents that make Purnima feel like an outsider.

Born intersex, Purnima identifies herself as a *transwoman living in hijra community,*[4] and is often viewed with fear and suspicion. In Bangladesh, the *hijra community* people live on the fringes of society. Traditionally, they make a living by singing and dancing at weddings or when a child is born. But this tradition is disappearing leaving many to beg in the streets as they are excluded from cultural, religious, political, and professional spheres.

Purnima is fighting stigma and exclusion through skills training. She has made the leap into a mainstream job and is known as one of the best beauticians at the parlour where she works. ***“When I started at the beauty parlour customers were afraid to be served by me. Maybe they were assuming me to behave aggressively… that’s what people expect from a transgender person from hijra community. Now that fear has gone”***

[4] In South Asia, many hijras live in well-defined, organized, all-hijra communities, led by a guru.

She now has a loyal set of customers these days, who come to her for hairstyling, make-up, facials, and threading. When asked how she changed their perceptions, she replied, ***"Actually, I didn't do anything... they just know that I do good work. That's what helped bring this change.''***

"This is my job, I'm good at it, so the customers want to come back to me."

Purnima joined the beauty salon after completing the apprenticeship based training programme at BRAC. The programme personnel were initially concerned that her lifestyle would clash with the training environment. But she performed well in the interview and was selected for the apprenticeship.

Purnima was nervous about the training, and about entering a mainstream workplace, knowing she would face many preconceptions about being transgender. She had faced workplace discrimination before and was even fired from her previous job. But Purnima was apprehensive about the learning environment as her memories of school were painful. She had been bullied by the other children for being different, she said, and even the adults would say to her: ***"Why should you attend school? You are hijra! What value does such a life have?" She soon dropped out of school altogether.***

Despite her initial anxieties, the apprenticeship was a catalyst for change in Purnima's life; it boosted her sense of worth after a childhood scarred by guilt and anger. She said her training was one of the best experiences of her life, and she would not be working in a beauty salon (a job that she loves) if it was not for BRAC Skills Development Programme.

Purnima still supplements her income by collecting money on the streets with her friends from the hijra community. She said she finds it humiliating, but necessary to support a household of eight. ***"People say to us, 'why are you still begging?*** *The government has created so many opportunities for the people of hijra community*[5]. ***Why don't you work instead of being out on the streets?"'*** But, Purnima said, there are still very few employment opportunities for people like her and only the young, good-looking and educated ones are recruited for the jobs available.

Purnima earns around 13,000 taka (150$) a month from the collection, while her income from the beauty salon is 4,000 taka (45$) a month. Nevertheless, she is ambitious about her future in the beauty trade. She wants to start her own business, although she has concerns about whether this will be possible.

"I want to take a loan and open my own parlour. Perhaps BRAC would give me a loan. But I heard that hijra people cannot get an official permission to start a business. Even if they have a business, the government still doesn't give them a permission."

[5] The Bangladesh government officially recognized people from hijra community as a third gender in 2013; since then, the government has been trying to include them in mainstream employment [16]

> প্রথমে কাস্টমাররা আমাকে দিয়ে কাজ করাতে ভয় পেত ... তবে এখন তারা আমাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখেন

পড়নে পছন্দের লাল শাড়ি, হাতে চুড়ি আর খোঁপায় সাদা জুঁই ফুলে ২৫ বছর বয়সি পূর্ণিমার সাথে রাস্তায় চোখাচোখি হয় বাসের জন্য অপেক্ষা করা এক স্কুল ছাত্রীর। মেয়েটা পুর্ণিমাকে দেখে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। আশে পাশের মানুষজন মেয়েটাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পরে; মেয়েটির বাবা খুব রেগে গিয়ে বার বার জিজ্ঞেসা করতে থাকে সে তার মেয়ের সাথে কী করেছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সবাই মেয়েটির বাবাকে বার বার বুঝাতে চেষ্টা করলেও সে তা মানতে রাজি হয়নি যে পূর্ণিমা কিছুই করেনি, বরং তাকে নানা ভাবে গালি গালাজ করতে থাকে। কিছু না করা স্বত্বেও এরকম কিছু ঘটনার কারণে, পূর্ণিমার রাগ হয়, নিজের কাছে খারাপ লাগে এবং এজন্যই সে নিজেকে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন বলে ভাবতে পারে না।

লিঙ্গ পরিচয় ইন্টারসেক্স, কিন্তু পূর্ণিমা নিজেকে একজন ট্রান্সওম্যান হিসেবে পরিচয় দেন এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের[৪] সাথে থাকেন। বাংলাদেশে হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা প্রথাগতভাবে বিয়েতে বা সন্তানের জন্মের সময় গান গেয়ে বা নেচেই জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং পেশাদার ক্ষেত্রগুলো থেকে এই প্রথাগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ায় অনেকেই রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবেশ করছেন। যার ফলশ্রুতিতে হিজড়া সম্প্রদায়ের অবস্থান সমাজের একদম শেষ স্তরে।

বরাবরই নানা রকম অপবাদ আর তিরস্কার মোকাবেলা করে আসা পূর্ণিমা এখন একজন দক্ষ বিউটিশিয়ান হিসেবে মূলধারার চাকরিতে বেশ পরিচিত। এখন পূর্নিমার কিছু নিয়মিত কাস্টমার হয়েছে যারা চুল কাটা, মেক আপ, ফেসিয়াল এবং থ্রেডিংয়ের জন্য তার কাছে আসে। কিন্তু সবসময় এমনটি ছিল না। পূর্ণিমা বলেন, **“আমি যখন বিউটি পার্লারে কাজ করা শুরু করি, প্রথমে কাস্টমাররা আমাকে দিয়ে কাজ করাতে ভয় পেতেন। তারা হয়তো ভাবতেন আমি বাজে ব্যবহার করবো... একজন হিজড়া সম্প্রদায়েরর ব্যক্তির প্রতি তাদের ধারণাটাই এরকম। এখন সেই ভয় কেটে গেছে।"**

পূর্ণিমার কর্মদক্ষতাই কাস্টমারদের এই চিন্তাধারা পরিবর্তন করার পেছনে দায়ী - **“আসলে, আমি কিছুই করিনি ... তারা কেবল জানে যে আমি ভাল কাজ করি। এই ব্যাপারটাই চিন্তা ধারা পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল।”**

[৪]দক্ষিণ এশিয়ায়, অনেক হিজড়ারা একজন গুরু দ্বারা নেতৃত্বাধীন সুসংজ্ঞায়িত, সংগঠিত, সর্ব-হিজড়া সম্প্রদায়গুলিতে বাস করেন।

“আমার কাজই এটা এবং আমি এতে যথেষ্ট দক্ষ, তাই কাস্টমাররা আমার কাছে কাজ করাতে চায়।”

পূর্ণিমা ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির বিউটি সেলুন ট্রেডে যোগদান করে। শুরুতে ব্র্যাক কর্মী উদ্বিগ্ন ছিলেন যে পূর্ণিমার জীবনধারা এই প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু পূর্ণিমা খুব ভালো ইন্টারভিউ দেন এবং প্রশিক্ষণ শেষ করে একই বিউটি সেলুনে যোগ দেন।

লিঙ্গ/জেন্ডার বৈচিত্র্যের কারণে স্কুলে অনেক তিরস্কারের শিকার হওয়া পূর্ণিমার স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভাল ছিল না। অন্যান্য শিশুরা এমনকি বড়রাও বলত, **“তুমি স্কুলে পড়ে কী করবা? তুমি তো হিজড়া! তোমাদের এই জীবনের কোন দাম আছে?”** ফলে পূর্ণিমা স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে পূর্বের একটি চাকরি থেকে তাকে বরখাস্তও হতে হয়েছিল। তাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও মূলধারার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা নিয়ে পূর্ণিমা কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল।

শুরুতে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও, পূর্ণিমার জীবন বদলে দেয়ার পেছনে এই প্রশিক্ষণ এর ভূমিকা অপরিসীম। অবজ্ঞা আর অপরাধ বোধ নিয়ে কাটানো শৈশবের পর এই প্রশিক্ষণ তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। পূর্ণিমার ভাষায় এই প্রশিক্ষণটি তার জীবনের অন্যতম সেরা একটি অভিজ্ঞতা ছিল এবং ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির কারণেই তিনি তার পছন্দসই কাজটি করতে পারছেন।

এখনও পূর্ণিমার আয়ের কিছু অংশ আসে হিজড়া সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সাথে রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করে। তার মতে এটি অবজ্ঞাপূর্ণ ও অপমানজনক হলেও, আটজনের পরিবার চালাতে এই কাজ করা তার প্রয়োজন। “লোকেরা বলে,‘তুমি এখনও ভিক্ষা করছ কেন? সরকার হিজড়া সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করেছে[৫]। তাহলে রাস্তায় না নেমে কাজ করো না কেন?’” কিন্তু পূর্ণিমার মতে তার মতো মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ এখনো খুব সীমিত এবং কেবলমাত্র তরুণ, সুদর্শন এবং শিক্ষিত মানুষরাই চাকরির জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ণিমা রাস্তার সংগ্রহ থেকে মাসে ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) উপার্জন করে এবং বিউটি পার্লার থেকে তার আয় মাসে ৪,০০০ টাকা (৪৫ ডলার)। তবুও, বিউটি পার্লারের কাজ নিয়ে পূর্ণিমা আশাবাদী নিজের ব্যবসা শুরু করতে চায়, যদিও এটি সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে তিনি চিন্তিত।

“আমি লোন নিয়ে নিজের একটা পার্লার খুলতে চাই। সম্ভবত ব্র্যাক আমাকে লোন দিত। তবে শুনেছি হিজড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন ব্যবসা শুরু করার জন্য সরকারি অনুমতি নিতে পারে না। তাদের ব্যবসা থাকলেও সরকার তাদের অনুমতি দেয় না।”

[৫] বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে সরকারিভাবে হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে; সেই থেকে সরকার তাদের মূলধারার কর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে [17]।

"I wish to help people like me become successful in life. I don't know if I will be able to do that. I don't know if I will ever have the money to do that."

"আমার ইচ্ছা আমার মতন ব্যক্তিদের জীবনে সফল হতে সাহায্য করা। কিন্তু আমি জানি না আমি তা করতে পারবো কিনা। আমি জানিনা আমার কখনও সক্ষমতা হবে কি না।"

Rimi

A young woman with hearing and speech disabilities learns sheet metal cutting and fabrication

রিমি

অপ্রচলিত ট্রেডে কাজ শেখা একজন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর গল্প

“She remains hopeful that her training and hard work will go to good use - Rimi’s mother”

Eighteen-year-old Rimi was born with hearing and speech disabilities in a poor household in Gazipur. Society had limited expectations of her when she decided to receive training in sheet metal cutting and fabrication trade at BRAC Skills Development Programme. However, as Rimi’s mother explained the reason for going into this work was not to fight prejudice, it was simply to survive.

Rimi’s early life was challenging. She started school late, at the age of 10, and had to be closely monitored on the busy streets by her mother. The family’s fears were realised when Rimi was knocked down by a van, unable to hear the horn. She spent days in hospital, which pushed the family into debt. Sadly, this was not the end of Rimi’s troubles.

At the age of 12, she was harassed by her uncle. There followed a traditional form of community arbitration known as a shalish, which Rimi’s mother hoped would deal with the matter. ***“But the community elders just told me to stop sending my daughter to school,”*** Rimi’s mother recalled sadly. ***“They said she can’t even say her own name, so what’s the point - and what if more people abuse her?”.***

Worse was to come when the same uncle found Rimi alone and attempted to molest her again. Luckily, her screams were heard by neighbours who rescued the terrified child. Rimi stopped attending school after this, leaving her mother concerned about her daughter’s future, about who would marry and take care of her. Rimi’s father earns little as a boatman.

Her mother worried, ***‘’She is a person with disability… and is also dark-skinned…Whoever marries her will demand a large dowry… How can we afford it?***

A ray of hope came when Rimi's mother learned about a woman enrolling young apprentices in sheet metal work as part of BRAC Skills Development Programme apprenticeship based training. She hoped this would offer a path forward for her daughter, and the monthly stipend of 800 taka (9$) was much needed. Initially, many in the family opposed the idea of Rimi entering a male-dominated workplace; however, Rimi's father supported the move, although he insisted her mother accompany her during training.

Rimi's mother maintained her vigil for six months of training; she is grateful to the trainer for allowing her to sit with her daughter while she worked. Rimi was provided with a hearing aid from BRAC Skills Development Programme, which proved invaluable for her training. Three apprentices, including Rimi, worked under one master crafts person in the metal workshop. They learnt how to cut a rolled metal block and then hammer the metal into a flat sheet for fabrication. Her mother said Rimi worked with care and attention that even with sharp and heavy tools, she never hurts herself while training. Rimi's mother observed the care the master crafts person took in training the apprentices. ***"He was a man with a good soul,"*** *she said.*

Rimi also got on well with her two fellow apprentices. The training gave her confidence and positivity following her childhood traumas, her mother said. According to her mother, Rimi started interacting with more people now and had the beginnings of an independent life – all while learning a very non-conventional trade for a young woman.

However, since successfully completing her training in 2019, Rimi has yet to find a job. Despite BRAC Skills Development Programme's best efforts to encourage employers, many remain reluctant to recruit people with disabilities fearing they will be less productive than others without disabilities.

Nevertheless, Rimi's mother said she was proud to see her daughter trained so competently in a difficult trade. She said Rimi remains hopeful that all her training and hard work will not go to waste and she will secure a position soon.

"Rimi worked with heavy tools, and learnt her work with care" said her mother

> “সে আশাবাদী যে তার প্রশিক্ষণ এবং কঠোর পরিশ্রম ভাল কাজে আসবে - রিমির মা”

গাজিপুরের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া রিমির জন্মগতভাবে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধিতা আছে। ১৮ বছর বয়সী রিমি যখন ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে শিট মেটাল কাটিং এন্ড ফেব্রিকেশন এর কাজ শেখার সিদ্ধান্ত নেয় কেউই তার কাছ থেকে খুব একটা আশানুরুপ ফলাফল প্রত্যাশা করে নি। সমাজে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়, শুধুমাত্র কিছু করে বেঁচে থাকার জন্যই মেয়েকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেন রিমির মা।

জীবনের শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে রিমিকে। ১০ বছর বয়সী রিমি যখন স্কুলে যেতে শুরু করে তখন থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যস্ত রাস্তায় রিমির খেয়াল রাখার জন্য তার মাকে সবসময় সাথে থাকতে হতো। হর্ন শুনতে না পেয়ে ভ্যানের ধাক্কায় পড়ে যাওয়ায় বেশ কিছুদিন রিমিকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। এতে পরিবারের ভয় আরো বেড়ে যায় এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। দুঃখজনকভাবে, এখানেই রিমির দুর্দশার শেষ ছিল না।

১২ বছর বয়সে রিমিকে তার ফুপা উত্যক্ত করা শুরু করে। পরবর্তীতে রিমির মা শালিস ডেকে ঘটনার বিচার চান। রিমির মা বলেন **“সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরা উল্টো আমার মেয়েকে স্কুলে পাঠানোই বন্ধ করতে বলেছিলেন। তারা বলেছিলেন আমার মেয়ে তো নিজের নামটিও বলতে পারে না, তবে কী দরকার এভাবে ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাবার? আবার যদি সে অন্যদের নির্যাতনের এর শিকার হয়?”**

পরবর্তীতে সেই ফুপা রিমিকে একা পেয়ে আবার উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনতে পেয়ে আতঙ্কিত রিমিকে উদ্ধার করে, কিন্তু এই ঘটনার পর রিমির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একজন মাঝি হিসেবে রিমির বাবার আয় অনেক কম।

রিমির মা চিন্তিত হয়ে ভাবতেন, **“আমার মেয়ে প্রতিবন্ধী... গায়ের রং-ও কালো...কে ই বা তার মেয়েকে বিয়ে করবে? আর কে ই বা তার মেয়েকে দেখবে? যেই তাকে বিয়ে করুক না কেন, সে মোটা অংকের যৌতুক দাবি করবে, আমরা তা কিভাবে জোগাড় করবো?”**

তবে রিমির মা কিছুটা আশার আলো দেখতে পান যখন তিনি জানতে পারেন ব্র্যাকের একজন নারী কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে শিট মেটাল কাটিং এন্ড ফেব্রিকেশন এর কাজে প্রশিক্ষণ এর জন্য শিক্ষার্থী খুঁজছিলেন। তিনি তখন ভেবেছিলেন যে এটি হয়তো তার মেয়েকে স্বাবলম্বী হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে সহয়তা করবে উপরন্তু এই প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্ত মাসিক ৮০০ টাকাও (৯ ডলার) পরিবার পরিচালনায় অনেক সহায়ক হবে। শুরুতে পরিবারের অনেকেই পুরুষ-অধ্যুষিত কর্মক্ষেত্রে রিমির কাজ করা নিয়ে আপত্তি জানালেও রিমির বাবার সমর্থনে রিমি এই প্রশিক্ষণ অংশ নেয়। তবে তার কথা ছিল যে প্রশিক্ষণের সময় রিমির মা যেন রিমির সঙ্গে থাকেন।

প্রশিক্ষণের ৬ মাস রিমির মা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রিমির পাশে বসে থেকে মেয়ের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। মেয়ের সাথে এভাবে থাকার অনুমতি দেয়ার জন্য রিমির মা প্রশিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ । ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির পক্ষ থেকে রিমিকে শ্রবণ যন্ত্র দেয়া হয় যা তার প্রশিক্ষণের সময় অনেক কাজে লাগে। একজন মাস্টার ক্রাফটস পারসন অনেক যত্নসহকারে রিমি-সহ আরো দুইজনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কীভাবে একটি মেটাল ব্লক কাটা যায় এবং তারপরে সেটাকে একটি সমতল পাতে পরিণত করা যায়। রিমির প্রশিক্ষনের প্রতি মাস্টার ক্র্যাফটস পারসনের আত্মনিয়োগ ও যত্নে মুগ্ধ হয়ে রিমির মা বলেন, **“তিনি একজন ভাল মনের মানুষ ছিলেন।” প্রশিক্ষণের সময় রিমি যত্ন ও মনোযোগের সাথে তীক্ষ্ এবং ভারী সরঞ্জাম দিয়ে কাজ করেছে এবং কখনো ব্যথাও পায়নি।**

রিমির সাথে আরো যে দুইজন কাজ শিখতো, তাদের সাথেও রিমির অনেক ভাল সম্পর্ক হয়ে যায়। রিমির মা বলেন, মেয়েদের জন্য একেবারেই অপ্রচলিত এমন একটি কাজ শেখার পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ রিমিকে একটি স্বাধীন জীবনের সন্ধান, শৈশবের মানসিক আঘাত থেকে কিছুটা স্বস্তি এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

তবে, ২০১৯ সালে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করা সত্ত্বেও, রিমি এখন পর্যন্ত চাকরি খুঁজে পায়নি। চাকরিদাতাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরেও সাধারণ মানুষের তুলনায় উৎপাদনশীলতা কম হবে এই আশঙ্কায় অনেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে অনাগ্রহী ।

তবুও নিজের মেয়েকে এরকম কঠিন একটি কাজে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ নিতে দেখে রিমির মা গর্ব বোধ করেন এবং বলেন যে, রিমি আশাবাদী যে তার প্রশিক্ষণ এবং কঠোর পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং খুব শিগগিরই রিমি একটি চাকরি খুঁজে পাবে।

**রিমির মা বলেন “রিমি ভারী সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতো,
এবং সে যত্ন সহকারে তার কাজ শিখেছে।”**

Rimi’s mother said,
“I felt proud seeing my daughter trained so well in a difficult trade like metal sheet cutting and fabrication.”

আমার মেয়েকে এরকম কঠিন একটি কাজে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ নিতে দেখে আমি খুব গর্ব বোধ করি।” - রিমির মা

MOTIN

A young man with physical disability gets hands-on at work

মতিন

একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকের কর্মক্ষেত্রে সফলতার গল্প

> *If you support people who have disabilities, they can have a livelihood. They have a future.* - Motin's mother

Motin is 18 and works at a motorcycle servicing shop. He cannot walk, being partially paralysed from the waist down. He finds it difficult to do many of the daily tasks that most people take for granted. But with just the strength of his upper body, he takes on repairing jobs at the shop.

Motin's father works as a rickshaw puller and does not earn very much. But, said Motin's mother, they always tried their best to give Motin a good childhood despite their poverty. His father bought little treats for Motin when he was downhearted. And his mother carried him in her arms all the way to school so he could attend classes. During the interview, Motin looked to his mother for reassurance, and she spoke on his behalf. She is a constant source of support for him.

When Motin became very withdrawn, not leaving the house or seeing anyone outside his immediate family, it was his mother who found out that BRAC Skills Development Programme was enrolling young people in the neighbourhood to train as motorcycle servicing mechanic. At first, she thought her son would not be eligible because of his disability. But the BRAC Skills Development Programme personnel assured her that Motin could learn to do many of the repairs using just his upper body strength. During his on-the job training at the repair shop, he learnt how to dismantle parts of a motorcycle, pump air into the tyres, and do other tool work, all of which he was able to do with his hands. After his apprenticeship, he was offered a job at the shop. Motin's mother said she had never imagined that her son would be able to work and earn a living.

Motin's mother said "He learnt to do something, and he can earn now. I never thought this could happen."

BRAC Skills Development Programme also provided Motin with a wheelchair which allows him to venture out of the house more. But mobility is still an issue. The wheelchair cannot be carried onto most common types of public transport, rickshaws, auto rickshaws, legunas and other local transport. So, when Motin needs to travel any distance, for example to his workplace, his mother must carry him on and off a rickshaw.

But the benefits of his training and his job have been enormous, his mother said, and have been felt in other areas of Motin's life. Now he is less isolated, she said, and realising that he could accomplish many different tasks at work. Over time Motin has also learnt how to manage household work. He now helps his mother with cleaning the house and preparing meals.

Despite all these, people still say hurtful things, she said. At school, Motin's disability made him an outcast; the children would bully him, and his teachers discouraged him from going to school altogether, his mother said. ***"His teachers would say, 'It's best if he doesn't come to school anymore. He cannot stand or move on his own, and he creates a mess wherever he goes.'"*** Eventually Motin dropped out of school, withdrew from social interactions, and rarely left home. His only distractions were television and his two younger siblings.

When people are disparaging, Motin's mother is there to stand up for him. She could not emphasize enough how important it was for people with disabilities to have options for suitable work, to earn a living. Motin makes around 3,000 taka (35$) per month now. His mother encourages him all the time. If they can save enough, she dreams of one day running a small grocery shop with her son.

"The training was such a good thing for him. He learnt to do something and he can earn now. I never thought this could happen, because of his disability. Before he used to sit at home, he wouldn't go anywhere. They gave him a wheelchair which was also a great help."

> ❝ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যদি একটু সহযোগিতা করা যায় তবে তারাও কোন কাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে ও ভবিষ্যত সমৃদ্ধ করতে পারবে। - মতিনের মা ❞

১৮ বছর বয়সী মতিন একটি মোটর সাইকেল সার্ভিসিং-এর দোকানে কাজ করে। কোমর থেকে নীচের অংশ আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্থ (প্যারালাইজড) হওয়ায় মতিন হাটতে পারে না।

মতিনের বাবা একজন স্বল্প আয়ের রিক্সাচালক। কিন্তু এরপরও তারা মতিনকে একটা সুন্দর শৈশব দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন বলে জানান মতিনের মা। তিনি আরও জানান, মতিন যখন হতাশ বা মন খারাপ করে থাকতো তার বাবা তার মন ভাল করার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। মতিনের মা সম্পূর্ণ রাস্তা তাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেত যেন সে ক্লাস করতে পারে। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় মতিন বারবারই তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল। মতিনের হয়ে ওর মা কথা বলছিলেন। মতিনের মা মতিনকে প্রতি মুহূর্তে সাহস আর উৎসাহ যোগান।

একটা সময় হতাশাগ্রস্ত মতিন নিজেকে সবদিকে থেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোথাও যেত না এমনকি পরিবারের মানুষজন ছাড়া কারো সাথে দেখাও করত না। এমন সময় তার মা জানতে পারে যে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোটরসাইকেল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যুব শিক্ষার্থী বাছাই চলছে। তিনি চেয়েছিলেন মতিন এখানে কাজ শিখুক কিন্তু প্রথমদিকে ভেবেছিলেন যে মতিন হয়ত শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে এই কাজ করতে পারবে না। কিন্তু ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মীরা তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে মতিন কেবল তার শরীরের উপরের অংশের শক্তি ব্যবহার করেই মেরামতের অনেক কাজ শিখতে পারবে তার প্রতিবন্ধিতা এখানে বাধা হবে না।

মতিনের মা বলেন “সে কাজ করতে শিখেছে এবং এখন সে উপার্জন করতে পারে। আমি কখনও ভাবিনি যে এটি বাস্তবে সম্ভব হবে। ”

মোটরসাইকেল সার্ভিসিং-এর দোকানে প্রশিক্ষণকালে মতিন শুধুমাত্র তার হাত ব্যবহার করেই বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ব্যবহারের সাথে সাথে মোটর সাইকেল এর পার্টস আলাদা করা, টায়ারে হাওয়া ভরা , অন্যান্য যন্ত্রাংশের ছোট ছোট কাজ ইত্যাদি শিখে ফেলে এবং প্রশিক্ষণ শেষে একই ওয়ার্কশপে চাকরিও পেয়ে যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়েও যে মতিন একদিন কাজ করে আয় করতে পারবে এটা মতিনের মায়ের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে মতিন কে একটি হুইলচেয়ার দেয়া হয়। যদিও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পাওয়া হুইলচেয়ার মতিনকে বাড়ির বাইরে আরও কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছে, কিন্তু হুইলচেয়ারটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রিকশা, অটোরিকশা, লেগুনাসহ অন্যান্য স্থানীয় যানবাহনে বহন করা যায় না। তাই দূরের যাত্রায়, কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় রিক্সায় উঠানো বা নামানোর দায়িত্ব এখনো তার মাকেই নিতে হয়।

মতিনের মায়ের মতে প্রশিক্ষণটি করে মতিনের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে তার ব্যক্তি জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তার মা জানান, মতিন এখন আগের থেকে বেশি মিশুক। সে বুঝতে পেরেছে যে সে বিভিন্ন কাজে পারদর্শী, সংসারের কাজ যেমন তার মাকে ঘর পরিষ্কার এবং খাবার প্রস্তুত করতেও সহায়তা করে সে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও সমাজের মানুষের কথা মতিনকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। শারীরিক প্রতিবন্ধিতার জন্য সহপাঠীদের নানারকম তিরস্কার এবং শিক্ষকদের অনুৎসাহ তাকে সহপাঠী ও স্কুল থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মতিনের মা বলেন **“ওর শিক্ষকেরা বলতেন, ‘সবচেয়ে ভাল হয় যদি ও আর স্কুলে না আসে। ও নিজে নিজে দাঁড়াতে বা চলতে পারে না এবং সে যেখানেই যায় সেখানে গোলমাল সৃষ্টি করে।’ ”** অবশেষে মতিন স্কুল ছেড়ে দিয়ে সামাজিক জীবন থেকে সরে এসেছিল এবং খুব কমই বাসা থেকে বের হত। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল টেলিভিশন এবং ছোট দুই ভাইবোন।

কিন্তু সমাজের সকল অবজ্ঞা ও বঞ্চনা উপেক্ষা করে মতিনের মা তাকে সাহস দেন এবং উৎসাহিত করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত সুযোগ করে দেয়ার উপরে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে মতিনের মা জানান মতিন এখন মাসে প্রায় ৩,০০০ টাকা (৩৫ ডলার) আয় করে। একসময় যথেষ্ট পরিমাণে টাকা সঞ্চয় করে ছেলেকে সাথে নিয়ে একটি মুদি দোকান চালানোর স্বপ্ন দেখেন মতিনের মা।

“প্রশিক্ষণটি ওর জন্য খুবই ভালো ছিল। সে কিছু করতে শিখেছে এবং এখন সে উপার্জন করতে পারে। ওর এই প্রতিবন্ধিতার জন্য আমি কখনও ভাবিনি যে এটি কখনো বাস্তবে সম্ভব হবে। আগে সে বাড়িতেই বসে থাকতো, কোথাও যেত না। তারা তাকে হুইলচেয়ার দিয়েও অনেক সাহায্য করেছে।”

Motin’s mother said, “Someday I dream to save up enough to be able to run a small grocery shop together with my son.”

মতিনের মা বলেন “আমার একমাত্র স্বপ্ন কিছু টাকা জমিয়ে ছেলেকে সাথে নিয়ে একটা মুদি দোকান চালানোর।“

JHORNA

A young woman wants to pass
her wood working skills on to others

ঝর্না

নিজের দক্ষতা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে
দিতে চাওয়া অপ্রচলিত পেশার একজন নারী

> *Now I take care of my family and I know I have to work hard for the future of my son.*

Jhorna, 23, is employed at a wood furniture designing shop. She wakes up at 5 a.m. to do housework, prepare breakfast and lunch for her family and feed the baby. Then comes a long commute on public transport, with her baby in her arms, to arrive at her workplace by 9 a.m. A full day of work is juggled with caring for her son at the shop, and she begins her journey back home at 5 p.m.

"I have to wake up very early in the morning. I need to finish my household work, prepare food for my son and only then I can start for work at the furniture shop"

Jhorna left school at 13, when her family could no longer afford her education. She married soon after but suffered six years of abuse until her husband divorced her. She returned to her parents' house and knowing they could not support her she got enrolled in BRAC Skills Development Programme as an apprentice. She wanted to study tailoring or the beauty salon trade, she said, but both courses were full, so she entered the traditionally male dominated trade of wood furniture designing.

She and two other women were apprenticed to the master crafts person who now employs them. The women learnt to craft different designs onto wood, as well as sanding, staining, and varnishing the individual items of furniture. The men at the shop do the heavier work, said Jhorna, sawing and seasoning the timber and making the furniture. Jhorna was a good trainee and the others would come to her for help, she said. On graduating in 2017, the master crafts person offered all three women full-time work. Because she is the best at the job, Jhorna is now paid more than the other two women, earning around 3,000 taka (35$) a month.

As her training was coming to an end, Jhorna was coerced by her family into a second marriage. ***"I didn't want to marry again. I was forced by my parents when they found a suitor because they thought no one else would marry a divorced woman like me," she said.***

Her new husband's job as a day labourer did not provide a steady income, which left Jhorna as the main breadwinner. Despite this, Jhorna's husband initially objected to her joining a male-dominated workplace. Her master crafts person spoke to her husband and convinced him of Jhorna's security at work. He explained that the men worked in an open space outside the shop, while the women worked inside. But her husbands was not the only prejudice she faced; Jhorna spoke of harassment by some of the customers, who asked Jhorna's employer why he hired women, or pestered the women about why they worked there, implying that it was 'improper'.

"They think woodworking is a man's job... Many people still disapprove of women doing such work."

Moreover, Jhorna said, her in-laws still do not know about her job. "None of my in-laws know... They think I sew clothes," *she said. "They would consider woodworking a man's job. Many people disapprove of women doing such work. If my in-laws found out I'd feel ashamed, so I lied about my trade."*

Because of such issues, and the long commute with her baby, Jhorna has thought of quitting her job, but she knows the family cannot survive without her income. Besides, she said that her employer is a good person. Jhorna can go to him with problems; he was the one who persuaded her husband to let her work at the shop. He always arranges transport to home for the women, and he even allowed Jhorna to bring her child to work. ***"He even plays with him when I am busy,"*** she added. Nevertheless, she felt that having her son with her hampered her productivity compared to her co-workers.

Ideally, she would like to do her work at home, but is not sure how that would be possible. Despite the difficulties, Jhorna valued the financial independence that her job provided, as well as the standing it gave her within her own family.

"I don't want to quit my job. But now I have a child to look after. I am not sure how I will manage both!"

Jhorna said she also wanted to use the skills and knowledge she has gained to help others. She suggested that BRAC Skills Development Programme could think about peer trainers within its programme.

> “এখন আমি আমার পরিবারের দেখাশোনা করতে পারি এবং আমি জানি আমার ছেলের ভবিষ্যতের জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।”

২৩ বছর বয়সী ঝর্না পেশায় একজন কাঠের নকশাকর। পরিবারে জন্য সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার তৈরি, বাচ্চাকে খাওয়ানো এবং ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম করার পাশাপাশি একটি উড ফার্নিচার ডিজাইনিং এর দোকানে ঝর্ণা একজন কারিগর হিসেবে কাজ করে। ভোর ৫ টায় ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজ শেষে সকাল ৯ টার মধ্যে ফার্নিচারের দোকানে পৌঁছানোর জন্য সন্তানকে নিয়ে আটোতে যাত্রা করতে হয় ঝর্নাকে। কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি সন্তানের দেখাশোনায় ব্যস্ততাপূর্ণ দিন পার করে বিকাল ৫ টায় বাড়ির পথে রওনা করে ঝর্না।

“আমার অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সংসারের কাজ, বাচ্চার খাওয়া তৈরি করে আমি আমার কাজে রওনা হই।"

পরিবার লেখাপড়ার খরচ চালাতে না পারায় ১৩ বছর বয়সে ঝর্নাকে স্কুল ছাড়তে হয়। তার অল্প কিছুদিন পরই তার বিয়ে হয়। স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত টানা ছয় বছর ধরে নির্যাতনের শিকার হয়ে ঝর্না বাবা-মার কাছে ফিরে আসে। বাবা মা তার খরচ বহন করতে পারবে না জেনে ঝর্না ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণে যোগ দেয়। টেইলরিং বা বিউটি পার্লারে কাজ করতে চাইলেও দুইটি কোর্সেই শিক্ষার্থীসংখ্যা পূর্ণ হওয়ায় তাকে কাঠের নকশাকর হিসেবে যোগদান করতে হয় যে পেশায় পুরুষদের পদচারনাই বেশি।

সে এবং আরো দুইজন শিক্ষার্থী একসাথে একজন মাস্টার ক্র্যাফটস পারসনের কাছে কাঠের উপর বিভিন্ন নকশা তৈরি করার পাশাপাশি ফার্নিচারের পৃথক আইটেমগুলোকে স্যান্ডিং, স্টেইনিং এবং বার্নিশ করা শিখেছে এবং বর্তমানে তার অধীনেই চাকরি করছে। । ঝর্না জানায়, কাঠ কাটা এবং আসবাবপত্র বানানোর মত ভারী কাজগুলো দোকানের পুরুষ কর্মচারিরা করে। ২০১৭ সালে প্রশিক্ষণ শেষ হলে সেখানে ভালো কাজ করায় দোকানের মালিক তাকে চাকরির প্রস্তাব দেয়। ঝর্নাসহ ৩ জন কাজে যোগ দেয় এবং বেশি দক্ষ ও কাজে ভাল হওয়ায় ঝর্না বাকি দুইজনের চেয়ে বেশি বেতন পায়। তার মাসিক আয় এখন ৩,০০০ টাকা (৩৫ ডলার)।

প্রশিক্ষণের শেষের দিকে পরিবারের চাপে পরে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়। সে বলে, **“আমি আর বিয়ে করতে চাইনি। যখন আমার জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব আসলো, তখন আমার পরিবার আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল কারণ তারা ভেবেছিল একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে কেউ বিয়ে করবে না।”**

ঝর্ণার বর্তমান স্বামী একজন দিন মজুর। তার নির্দিষ্ট কোন আয় নেই বললেই চলে। তাই ঝর্না ই পরিবারের মূল রুজি-রুটির উৎস। তা সত্ত্বেও, পুরুষ-অধ্যুষিত কর্মক্ষেত্রে যোগদানের বিষয়ে ঝর্ণার স্বামী প্রথমে আপত্তি জানায়। ঝর্নার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন তার স্বামীকে কাজের জায়গায় ঝর্ণার সুরক্ষা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন যে পুরুষরা দোকানের বাইরে একটি খোলা জায়গায় কাজ করবে এবং নারীরা দোকানের ভিতরে। তবে শুধু তার স্বামীই একমাত্র বাধা ছিল না; কিছু গ্রাহকদের দ্বারা হয়রানি হওয়ার কথাও ঝর্ণা জানায়। কেউ কেউ নারীদের সেখানে কাজ করাকে "অনুচিত" ইঙ্গিত করে ঝর্ণার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন কে জিজ্ঞাসা করত কেন নারীদের নিয়োগ দিয়েছে।

“তাদের মতে এগুলো ছেলে মানুষের কাজ। মেয়েদের এই ধরণের কাজ অনেকেই অসন্তুষ্টির চোখে দেখে।”

ঝর্ণার শ্বশুর বাড়ির মানুষজন এখনও তার চাকরি সম্পর্কে অবগত নয় ।ঝর্নার ভাষায়, **“বাড়ির অন্য কেউ জানেনা যে আমি এই ধরেনর কাজ করি। তারা জানে আমি সেলাই এর কাজ করি। তাদের মতে এগুলো ছেলে মানুষের কাজ। মেয়েদের এই ধরণের কাজ অনেকেই অসন্তুষ্টির চোখে দেখে। আমার শ্বশুড়বাড়ির মানুষজন জানতে পারলে আমি লজ্জায় পরে যাব, তাই আমার কাজের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে হচ্ছে।”**

ঝর্ণা জানে যে তার আয় ছাড়া পরিবার অচল কিন্তু শ্বশুর বাড়ির সমস্যা এবং সন্তানকে নিয়ে এতটা পথ চলাচল করতে হয় বলে ঝর্ণা তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছে। তবে ঝর্না বলে যে তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন একজন ভাল মানুষ যার কাছে সে যেকোন সমস্যা নিয়ে যেতে পারে; তিনিই ঝর্নার স্বামীকে তার কাঠের দোকানে কাজ করার ব্যাপারে রাজি করান, সন্তানকে কাজে নিয়ে আসার সুবিধাটুকুও দিয়েছেন। তিনি সব সময় নারী কর্মচারীদের বাড়ি ফেরার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করে দেন। ঝর্নার ভাষায়, “এমনকি আমি যখন ব্যস্ত থাকি তখন তিনি আমার বাচ্চার সাথে খেলেনও।” তারপরেও ঝর্না অনুভব করে যে তার সন্তানের কারণে কাজের ক্ষেত্রে অন্য কর্মচারীদের থেকে তার উৎপাদনশীলতা কমে গেছে।

সে বাড়িতে তার কাজ চালিয়ে যেতে চায়, তবে কীভাবে এটি সম্ভব হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত না। নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই চাকরি যে তাকে একটি আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে, এবং পরিবারে তার একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে, ঝর্না তা অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করে।

“আমি এই চাকরি ছাড়তে চাই না, কিন্তু এখন আমার নিজের সন্তান কে সময় দিতে হবে। জানিনা কিভাবে কি করব! ”

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা ঝর্না অন্যদের সহায়তার জন্য ব্যবহার করতে চায় এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের প্রোগ্রামে সমবয়সী প্রশিক্ষকদের কথা ভাবতে পারে।

"I want to encourage more women into the trade. I could train others, just like my master crafts person trained me."

"আমি আরও নারীদের এই পেশায় উৎসাহিত করতে চাই। আমার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন আমাকে যেমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিল আমি ঠিক তেমনি ভাবে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবো।"

HAPPY

A young beautician gains
courage and confidence

হ্যাপি

সাহস ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাওয়া
একজন তরুণ বিউটিশিয়ানের গল্প

“ I became brave... I gained confidence... and I learnt about the outside world. ”

With a bag hanging by her side, her scarf folded at the front, and a comfortable pair of heels on, Happy, 25, is ready for the day. She yells for an auto rickshaw. As usual, some people look at her from head to toe, but Happy pays no heed to them.

Happy is shorter than most adults. She is considered a person with disability by family and neighbours. Happy told her interviewers that she does have hearing difficulties. However, there is no way a stranger would be able to identify her disabilities, other than her height.

Happy is a confident, independent, and outspoken young person. But this was not always the case, she said. For years, Happy felt house bound, rarely going out into the world, or meeting other people. When she was 13 her father became seriously ill, and not wanting her education to become a burden upon her family, Happy dropped out of school. She believed, as her family did, that her brothers would make better use of education. She thought she is a girl after all and has a disability. ***“I made the decision myself. How many of us could be supported?”***, she said.

So, she stayed home. She felt hopeless and aimless with little to do except household chores, and didn’t dare think about her future. Until, one day, her elder sister heard about BRAC Skills Development Programme apprenticeships and suggested that Happy should apply for training at a beauty parlour.

Initially, Happy was scared to apply as she barely went out or interacted with people; she also doubted her abilities but her family insisted. According to Happy, being pushed out of her comfort zone was the best thing for her.

"I wasn't like this before. Now I can talk to people freely."

Happy enjoyed the training, on how to do facials, threading, haircutting and styling, and makeovers. She said her trainer, the beauty parlour owner, was always helpful and throughout the training everyone was willing to accommodate her hearing difficulties. She felt supported by her peers in the training which helped building her self-esteem, she said. After training she was hired at the parlour.

"The training turned out to be one of the most useful experiences of my life," she said. "I made friends… I became brave… I gained the confidence to get out of the house, and I learnt about the outside world."

However, becoming an employee at the same parlour was quite different from the training. Happy was anxious about taking this to the next step, interacting with customers. Her employer reassured her saying ***"there's nothing to be scared about, you'll talk to customers, tell them where to sit and ask what service they want…" "and I started gaining courage"*** Happy said.

Happy has been at the parlour for five years now and has many customers who ask specially for her. Her family sees how much she has gained through her work, she said. Happy, who previously depended completely on her family, can now pay her own way. Happy said she is also amazed at how much she has changed since she first started training.

"I was afraid to go out of the house. Now because of my work, I travel every day to the centre of town by myself. I also manage my own expenses. This is what I'm proud of."

Happy works from 8 a.m. to 9 p.m., and usually the first to get there she opens the parlour in the mornings. Right now, Happy has no fixed plans and is content with how life is, she said. She earns about 4,000 taka (45$) a month. ***"The fact that I'm earning my own money and supporting myself is a big deal for me,"*** she said. Her eyes filled with tears as she explained how glad she was that she no longer needed to ask anybody for anything.

> “আমার সাহস হয়েছে...আমি চলতে শিখেছি...এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে।”

২৫ বছর বয়সী হ্যাপি কাঁধে ব্যাগ, সামনের দিকে ভাঁজ করা ওড়না আর আরামদায়ক এক জোড়া জুতো পায়ে উচ্চস্বরে একটি অটো-রিক্সা ডাকে। বরাবরের মতই আশেপাশের লোকজন তার দিকে তাকিয়ে থাকে অবশ্য হ্যাপি তাতে কোন গুরুত্ব দেয় না।

হ্যাপিকে পরিবার ও প্রতিবেশিরা একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিলেও শুধুমাত্র উচ্চতা ছাড়া তাকে কোন ভাবেই একজন সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যায় না। অবশ্য হ্যাপি জানায় যে তার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা আছে। এখন হ্যাপি একজন আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন এবং স্পষ্টভাষী ব্যাক্তি হলেও সে সব সময় এরকম ছিল না। বছরের পর বছর ধরে হ্যাপি ঘরে বসে থেকেছে এবং কারো সাথে দেখা করতো না। হ্যাপির ১৩ বছর বয়সে তার বাবা গুরুতরভাবে অসুস্থ্ হওয়ায় সে চায়নি তার পড়াশুনা পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়াক। এছাড়া হ্যাপি আর তার পরিবার বিশ্বাস করত একজন মেয়ে এবং সর্বপরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পড়াশুনার চেয়ে ভাইয়েদের লেখাপড়া গুরুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক তাই সে স্কুল ছেড়ে দেয়। হ্যাপি বলে, **“আমি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পরিবার আমাদের কয়জনেরই বা ভার বহন করবে?”**

ঘরের কাজ ছাড়া অন্য কাজে দক্ষতা না থাকায়, হতাশ এবং লক্ষ্যহীন হ্যাপি নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার সাহস পর্যন্ত করতে পারেনি। তবে একদিন সবকিছু বদলে গেলো যখন হ্যাপির বড় বোন ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির ট্রেইনিং সম্পর্কে জানতে পেরে হ্যাপিকে একটি বিউটি পার্লারে প্রশিক্ষণে আবেদন করার পরামর্শ দেন।

প্রথমদিকে, মানুষের সাথে কথা বলার অনভ্যাস ও নিজের কর্মক্ষমতা নিয়ে সন্দীহান হ্যাপি প্রশিক্ষণে আবেদন করতে ভয় পাচ্ছিল কিন্তু তার পরিবার তাকে জোর দেয় তার নিজস্ব গন্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসতে।

"আমি আগে এইরকম ছিলাম না। এখন আমি মানুষজন এর সাথে মিশতে পারি, কথা বলতে পারি।"

হ্যাপির প্রশিক্ষক, সহকর্মী, মালিকসহ বিউটি পার্লারের সবাই তাকে প্রশিক্ষণে অনেক সহযোগিতা করেছে এবং তার আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ফেসিয়াল, থ্রেডিং, চুলকাটা, স্টাইলিং এবং মেকওভার প্রশিক্ষণগুলো হ্যাপি অনেক উপভোগ করতো এবং প্রশিক্ষণের পরপরই পার্লারে চাকরি শুরু করে।

"প্রশিক্ষণের এই অভিজ্ঞতাটি আমার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল," বলে হ্যাপি। আমি বন্ধু পেয়েছি... সাহস অর্জন করেছি... বাসা থেকে বের হওয়ার মত আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে পেরেছি।"

কিন্তু সেলুনে চাকরি করার অভিজ্ঞতা হ্যাপির জন্য প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা ভিন্ন। কাস্টমারদের সাথে কিভাবে কথা বলবে এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলে মাস্টার ক্রাফটস পার্সন তাকে আশ্বাস দেয়, **"ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি কাস্টমারদের সাথে কথা বলবা, তাদের বসতে বলবা এবং কি চায় জিজ্ঞেস করবা... এতে আমার সাহস হতে শুরু করলো।"**

পাঁচ বছর ধরে পার্লারে কাজ করা হ্যাপির এখন অনেক গ্রাহক আছেন যারা তাকে দিয়ে কাজ করাতে চায়। হ্যাপি ভেবে অবাক হয় যে পরিবারের উপর নির্ভরশীল হ্যাপি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখন তার নিজের মত করে জীবিকা নির্বাহ করে। হ্যাপি বলে,

"আমি আগে নিজে নিজে বাসার বাইরে যেতে ভয় পেতাম। কাজের কারণে এখন আমি নিজেই শহরে যাতায়াত করতে পারি। এইটা নিয়ে আমি গর্ব করি যে এখন আমি নিজের খরচ এবং জীবন নিজেই চালাতে পারি।"

সকাল ৮ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত কাজ করে হ্যাপি প্রতিমাসে প্রায় ৪,০০০ টাকার মত (৪৫ ডলার) আয় করে। ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনা না থাকলেও যেভাবে জীবন চলছে হ্যাপি তাতেই খুশি। হ্যাপির ভাষায়, "আমি যে নিজে আয় করছি এবং আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারছি এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।" হ্যাপির ছলছল চোখই বলে দেয় যে কারো কাছ থেকে সাহায্য না নেয়ায় সে কতটা আনন্দিত।

“The fact that I am earning and supporting myself is a big deal for me.”

“আমি যে নিজে আয় করছি এবং আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারছি এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।”

RAJU

A young trans woman faces success
at work and heartbreak at home

রাজু

পরিচয় সঙ্কটে থাকা একজন ট্রান্সজেন্ডার
ব্যক্তি দক্ষতা উন্নয়নের গল্প

> *“Being transgender does not mean I am less than anyone else... I’m earning money and taking care of myself...and others.”*

Twenty-year-old Raju is a skilled clothier, working full time in a tailoring shop as well as embroidering and selling her own designs from home. Raju is a trans woman[5], but knowing she will face hostility if she expresses herself as a woman, Raju introduces herself as a man. She suppresses her feminine side as much as possible and dresses like a man in her daily life, trying to follow her parents’ wishes to fit into society “as their son”, “as a man”, to maintain the family’s honour and reputation.

“Pressure from my family and society’s expectations stop me following my heart. If it were up to me, I would dress in women’s clothes all the time.”

After finishing secondary school, Raju got a part-time job at a tailoring shop. She found out that the tailor next door was affiliated with BRAC Skills Development Programme’s apprenticeship training and was enrolling trainees. Raju applied, thinking it would be a good opportunity to develop her skills and pursue a full-time career in the trade. She enjoyed her time in training and also worked very hard. Lunch time and breaks were always filled with laughter. Most importantly she felt she could be herself with the people around her, said Raju. However, she was dressed outwardly like a male and that made it easier. After graduating from training, Raju was offered a job by the master crafts person she trained under and still works there today.

“In the classroom training, I could be myself with the people around me. I really enjoyed it a lot”

[5] Trans women (transgender women) are women who were assigned male sex at birth [16]

“Before the training, I didn’t know how to do the work properly,” she said. *“Like I could stitch the cloth, but I was no good at cutting the fabric. There were many things I didn’t understand. In the training I could ask, and the master crafts person would guide and teach me.”* From a young age, Raju had always felt she was different. During her school years, she constantly questioned herself. *“I would ask myself, why do I like hanging out with girls? Why not with boys?”* Her family, especially her mother, knew she wanted to live life as a girl, but they did not understand it, leading to beatings from her father. *“My father told me not to get involved with the people from hijra community who collect money from people for a living. I have to work and build a life of my own.”*

Raju never did identify herself as part of the hijra community, and it was only after she left school that she learnt about being transgender, and finally understood her own identity. Nowadays, when going far away from home, she leaves the house in men’s clothing and changes into a saree and her favourite jewellery and changes back to men’s clothing again before coming home. She knows her parents would be upset if they ever saw her in women’s attire.

‘The way I feel inside is not my fault...”

Raju makes a substantial contribution to the household finances, fulfilling the role of “the son” that her parents expect. She earns around 7,000 taka a month from her tailoring job and a further 6,000 taka from home embroidery and occasional work as a make-up artist, a total of 13,000 taka (150$) a month.

Raju has a newfound confidence as a self-sufficient person making a positive contribution to society, but she fears she will never live the life she really wants. Even though she is attracted to men, her parents will want her to marry a woman, and she will live her life pretending to be something she is not, she added.

“You need to consider many things like society and family when it comes to marriage - this is the tradition, so this is what I have to do as well.”

> “একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির হওয়ার অর্থ এই নয় যে আমি অন্য কারও চেয়ে কম... আমি অর্থ উপার্জন করছি এবং নিজের যত্ন নিচ্ছি... এবং সাথে অন্যদেরও।”

বিশ বছর বয়সী রাজু দক্ষ পোশাক ব্যবসায়ী। একটি টেইলরিং এন্ড ড্রেস মেকিং-এর দোকানে পুরো সময় কাজ করার পাশাপাশি এমব্রয়ডারি এবং বাড়ি থেকে নিজের ডিজাইন করা কাপড় বিক্রি করে রাজু। রাজু একজন ট্রান্স ওম্যান[৫], তবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রাজু নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় না দিয়ে একজন পুরুষ হিসাবে পরিচয় দেয়। বাবা-মায়ের সম্মান রক্ষার্থে রাজু তার নারীসুলভ দিকগুলোর বহিঃপ্রকাশ যতটা সম্ভব লুকিয়ে রেখে, “তাদের ছেলে” এবং “একজন পুরুষ” হিসেবে সমাজে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে।

“আমার পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশা ও চাপের মুখে আমাকে আমার মনের বিরুদ্ধে যেতে হয়। এটা যদি আমার হাতে থাকতো, তবে আমি সব সময় মেয়েদের পোশাক পরে থাকতাম।”

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর একটি দর্জির দোকানে খণ্ডকালিন চাকরির সময় জানতে পারে যে পাশের দোকানটি ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত এবং প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ করছে। দক্ষতার বিকাশ এবং পূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠার একটি ভাল সুযোগ তৈরি হবে ভেবে রাজু আবেদন করে। রাজু তার প্রশিক্ষণের সময়গুলো অনেক উপভোগ করেছে এবং কঠোর পরিশ্রমও করেছে। দুপুরের খাবার আর বিরতির সময়ে হাসি-ঠাট্টায়, সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিশে পার করেছে। তবে, পুরুষের মতো পোশাক পরার কারণে এটি আরও সহজ হয়েছিল বলে রাজু মনে করে। প্রশিক্ষণ শেষে রাজুকে যার (মাস্টার ক্রাফটস পার্সন) অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তার দোকানেই চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং রাজু এখনো সেখানেই কাজ করছে।

“ক্লাসরুম ট্রেইনিং-এ সবার সাথে আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিশতে পারতাম। আমার খুব ভাল লাগত।”

[5] ট্রান্সওম্যান হলেন এমন ব্যক্তি যিনি জৈবিকভাবে পুরুষ কিন্তু নিজেকে নারী হিসেবে সনাক্ত করেন ও পরিচয় দেন [16]।

“প্রশিক্ষণের আগে, আমি জানতাম না কীভাবে কাজটি সঠিকভাবে করা যায়”, রাজু বলে। **“যেমন আমি কাপড় সেলাই করতে পারি, তবে কাপড়টি কাটতে আমি পারদর্শী ছিলাম না। এমন অনেক কিছুই ছিল যা আমি বুঝতে পারতাম না। প্রশিক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, এবং মাস্টার ক্রাফটস পার্সন আমাকে গাইড করে শিখিয়ে দিত।”** অল্প বয়স থেকেই রাজু নিজেকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতো, **“মেয়েদের সাথে কেন মিশছি? ছেলেদের সাথে না কেন?”** রাজু তার নিজস্ব জীবন-যাপনের ইচ্ছার কথা তার পরিবারকে কখনো বোঝাতে পারেনি বরং পরিণতিতে বাবার হাতে মারও খেতে হয়েছে তাকে। **“আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন যে হিজড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা, যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সাথে না মিশতে। আমাকে কাজ করতে হবে এবং নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে।”**

স্কুল ছাড়ার পরে রাজু ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টা সম্পর্কে প্রথম জেনে নিজের পরিচয়টি বুঝতে পারে। কিন্তু সে কখনই নিজেকে হিজড়া সম্প্রদায়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেনি। আজকাল বাড়ি থেকে অনেক দূরে যাওয়ার সময়, রাজু পুরুষের পোশাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে পোশাক বদলে শাড়ি এবং তার প্রিয় গহনাগুলো পরে নেয় এবং বাসায় ফিরে আসার আগে আবার পুরুষের পোশাক পরে নেয় কারন সে ভালো করেই জানে, নারীবেশে তার পরিবার তাকে দেখলে খুবই মর্মাহত হবে।

“আমি আমার ভেতরে যেরকমটা অনুভব করি এতে তো আমার কোন দোষ নেই...”

রাজু তার বাবা-মায়ের প্রত্যাশিত “ছেলের” ভূমিকা পালন করে পরিবারে আর্থিকভাবে যথেষ্ট অবদান রাখছে। সেলাইয়ের কাজ থেকে রাজু মাসে প্রায় ৭,০০০ টাকা এবং বাড়িতে করা এম্ব্রয়ডারি কাজ থেকে আরও ৬,০০০ টাকা উপার্জন করে। পোশাকের কাজের সাথে মেক-আপ শিল্পী হিসাবে মাঝে মাঝে কাজ করে রাজু মাসে মোট ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) আয় করে।

একজন স্বাবলম্বী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখায় রাজুর ভেতর নতুন আত্মবিশ্বাস জন্ম নি্লেও সে শংকিত। যে জীবন সে আসলে চায় তা হয়তো কোনদিন পাবে না। পুরুষের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের ইচ্ছায় কোন নারীকে বিয়ে করেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে তার।

“সমাজ যেহেতু আছে, পরিবার আছে-আর প্রথাগত ভাবে এইটা হয়ে আসছে, আমাকেও সেটা মেনে নিতে হবে।”

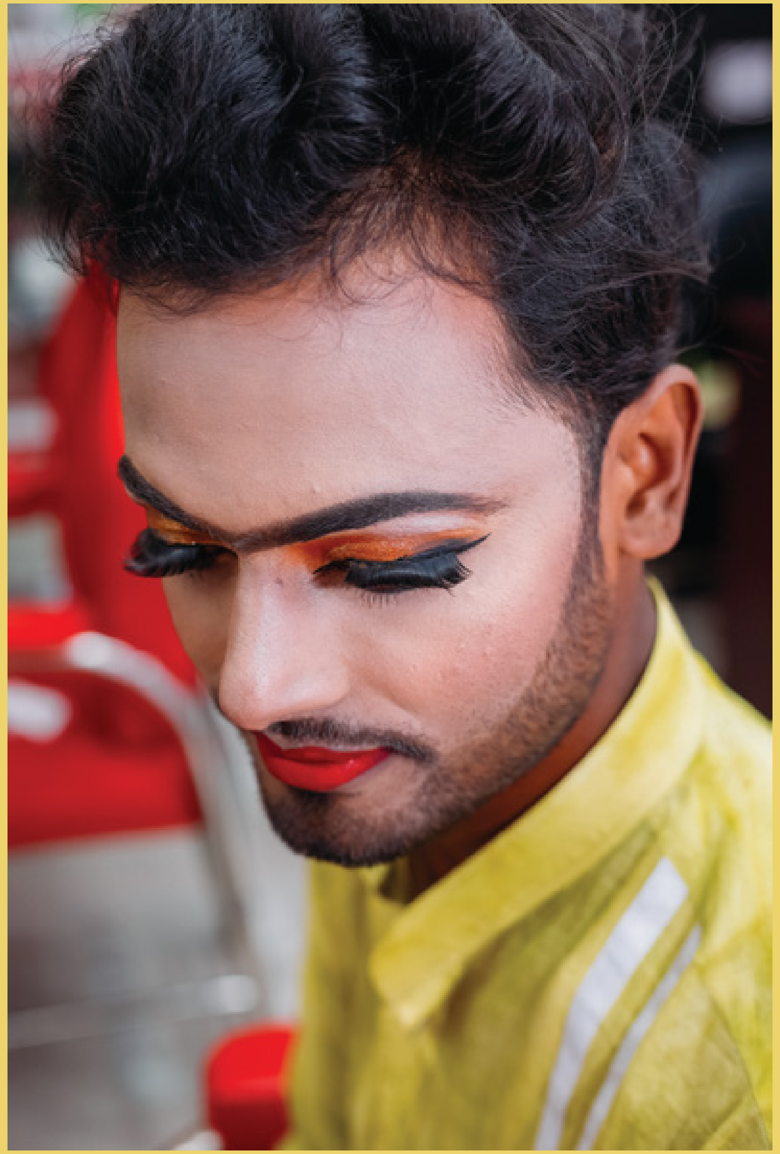

“I can feel that I have a newfound confidence, but I fear I will never be able to live the life I really want.”

“আমি বুঝতে পারি যে আমার ভেতর এক নতুন আত্মবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। কিন্তু ভয় লাগে যে আমি নিজের জীবনটি যেমন চাই তেমন হয়তো কোনদিন পাবো না।”

SHUMI

A young beautician finds
an identity beyond disability

সুমি

শারীরিক প্রতিবন্ধিতাকে ছাপিয়ে নিজের
পরিচয় খুঁজে পাওয়া একজন তরুণ বিউটিশিয়ান

> “I have a thirst to do something on my own.”

Shumi, 19 years-old, lives with her mother and elder sister. She walks with a confidence that is rare for girls of her age. People stare at her, but that is not an unusual occurrence, she said.

“I know people stare at me because I have a hunched back. I feel irritated when they look at me, so I stare right back at them and they look away. I don’t want to think about those things.”

When she was just seven months old, Shumi suffered an illness that left her with a severe curvature of the spine, commonly called a ‘hunchback’. Doctors advised that surgery would be risky and the outcome is uncertain. Shumi was also taken to see traditional healers. Eventually she and her mother stopped looking for treatment. ***“I can do things on my own. Why should I risk my life going for surgery?”*** Shumi said.

But her mother felt she needed an job to make the most of her life. Since childhood, Shumi has loved dressing up, doing her hair, and putting on make-up. Shumi’s mother felt a career as a beautician would be a perfect fit for her daughter. A local beauty parlour owner helped her get in touch with BRAC Skills Development Programme’s training, which was looking for young people to train in the beauty salon trade, and Shumi began six months of apprenticeship training.

She said she found the first day of training and introductions to her fellow students difficult as she was the only person with disability. The other girls would stare at first, but she never hesitated to explain her condition to them. She soon started the training, during which she learnt hair styling, facial treatments, and manicures and pedicures, alongside classes on how to run a business.

“All I want is to master my skill as a beautician and eventually have my own parlour.”

She now works at the beauty parlour where she was trained. The parlour has become an important part of her life and identity, Shumi said. She has good relationships with her colleagues and especially with her boss, the owner of the parlour, who is supportive and encouraging. Shumi also mentioned the trust that has developed between her family and her employer, an important element in creating a good workplace for young people with disabilities.

Shumi wants to advance her career by applying to other beauty parlours. But experience tells her this will not be easy. Shumi explained that, despite the parlour owner’s assurances, customers often assume she is unable to do the job and refuse to be seen by her. *“They say, ‘she has disability, can she do the work?’ People don’t even want to find out how well a person with disability can work.” But, she adds, given the opportunity, the customers see she is as talented as anyone else.*

Shumi said it was important to her that she can contribute to the family expenses; she earns 4,000 taka (45$) a month and hopes to make more in future. She said she was glad to be following in her mother’s footsteps, leading a life without being dependent on a man. Her father was an alcoholic who did not work or support the family, she explained. Shumi’s mother left him when the two sisters were young. She worked hard to bring up her daughters, said Shumi, although she was unable to earn enough to keep the girls in school.

Now, Shumi said, BRAC Skills Development Programme’s training has allowed her to pursue the career of her dreams. It has boosted her self-esteem and she is optimistic about her future ambitions.

***“I wish to do something on my own. But starting a parlour needs capital, so I am saving my money,”* said Shumi with assurance.**

> **“ আমার নিজের থেকে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা আছে। ”**

মা এবং বড় বোনের সাথে থাকা ১৯ বছর বয়সি সুমি যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলে তার বয়সের মেয়েদের ক্ষেত্রে তা কম দেখা যায়। রাস্তায় মানুষজন তার দিকে তাকায়, কিন্তু তার মতে এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যপার না। সুমি বলে,

“আমি জানি মানুষ আমার দিকে তাকায় কারণ আমার পিঠ অস্বাভাবিক। তারা যখন তাকিয়ে থাকে আমি বিরক্ত বোধ করি, তাই আমিও তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে থাকি, তখন তারা চোখ সরায়। আমি এই জিনিসগুলি নিয়ে ভাবতে চাই না।”

মাত্র সাত মাস বয়সে একটি অসুস্থতায় ভুগে সুমির মেরুদন্ড মারাত্মক ভাবে বেঁকে যায়, সাধারণত যাকে ‘কুঁজো’ বলা হয়। চিকিৎসকরা ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার এবং অনিশ্চিত ফলাফলের কথা বলায় কবিরাজদের কাছেও নিয়েছিল সুমির মা কিন্তু হতাশ হয়ে অবশেষে চিকিৎসা খোঁজা বন্ধ করে দেয়। সুমির ভাষায়, **“আমি নিজে থেকে সবকিছু করতে পারি। আমি কেন আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্রোপচার করতে যাব?”**

তবে তার মা বুঝতে পারেন যে উপার্জনের জন্য সুমি কোন না কোন পেশায় নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ছোটবেলায় সুমি বিভিন্ন পোশাক পরা, চুল আঁচড়ানো এবং মেক-আপ পছন্দ করায়, বিউটিশিয়ান হিসাবে ক্যারিয়ারই সুমির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে বলে মনে করেন সুমির মা। স্থানীয় এক বিউটি পার্লারের মালিকের সহায়তায় সুমি ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির বিউটি সেলুন ট্রেডে প্রশিক্ষণের সন্ধান পায় এবং ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শুরু করে।

একমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়ায় শুরুতে অন্য মেয়েরা তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, তাদের কাছে নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে কখনই দ্বিধাবোধ করেনি সুমি। খুব তাড়াতাড়িই সুমি তার প্রশিক্ষণে মনোনিবেশ করে ব্যবসার নিয়মনীতির পাশাপাশি চুলের স্টাইলিং, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ম্যানিকিউর এবং পেডিকিউর করা শিখে ফেলে।

“আমি শুধু চাই বিউটিশিয়ান হিসাবে আমার দক্ষতা অর্জন করতে এবং নিজের একটি পার্লার দিতে। ”

সুমি এখন সেই বিউটি পার্লারে কাজ করে যেখানে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যা তার জীবন ও পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সহকর্মীর ও বিউটি সেলুনের মালিকের উৎসাহের পাশাপাশি, পরিবার ও মাস্টার ক্রাফটস পার্সনের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্বাস যেকোন প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীদের জন্য একটি ভাল কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে সুমি মনে করে।

সুমি অন্যান্য বিউটি পার্লারে আবেদন করে তার ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তার জন্য এটা সহজ হবে না। পার্লারের মালিকের আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, গ্রাহকরা প্রায়ই সুমি কাজটি করতে অক্ষম ভেবে তাকে দিয়ে কাজ করাতে চান না। “তারা বলে, **‘তার তো প্রতিবন্ধিতা আছে, সে কি কাজটা করতে পারবে?’ একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কতটা ভাল কাজ করতে পারে মানুষ তা পরখ করেও দেখতে চায় না।"** তবে, একবার সুযোগ দিলে তার প্রতি গ্রাহকদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায় বলেছে সুমি।

প্রতি মাসের ৪,০০০ টাকা (৪৫ ডলার) উপার্জন দিয়ে সাংসারিক খরচে অবদান রাখা সুমি এটা ভেবেই সন্তুষ্ট যে নিজের খরচের জন্য কোন পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয় যেমনটি তার মা। সুমি বলে, মদ্যপ বাবার সাথে ছাড়াছাড়ির পর সুমির মা তার মেয়েদের লালন-পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যদিও তিনি মেয়েদের স্কুলের খরচ চালানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণে আয় করতে পারছিলেন না।

সুমির মতে, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তার আত্মসম্মানকে বাড়িয়ে তুলে তাকে তার স্বপ্নের পেশা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে উচ্চাভিলাষী সুমি আশ্বাসের সাথে বলে,

**“আমার নিজের কিছু করার আকাঙ্ক্ষা আছে।
তবে পার্লার শুরু করার জন্য টাকা পয়সা দরকার,
তাই আমি আমার অর্থ সঞ্চয় করছি।“**

Fashion

“This is the kind of work I have always wanted to do.”

"আমি এরকম কাজই সবসময়ই করতে চেয়েছি।"

SHUMON

Living with post-polio syndrome was no bar to building a business

সুমন

মনের উদ্যমতার কাছে হার মেনেছে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা

“Look up and read the shop sign, my name is not ‘Lengra’, it’s Shumon.”

Shumon, 27, is married to the love of his life, and has his own mobile repair shop bearing his name on the sign – Shumon Telecom. However, his journey was not without struggles. Living with post-polio syndrome means he cannot walk unaided. His childhood consisted of visits to doctors and hospitals to find a cure. The treatments were costly, especially one unsuccessful operation, and it was a difficult time; he dropped out of school at an early age.

Shumon’s family has always been supportive. ***“My brother used to say, ‘you never have to worry – as long as your brother is here your future is secure.’”*** But Shumon felt bad asking his brother for money and wanted to support himself. ***“I always wanted to reach a certain position, maybe one day have a business of my own.”***

“I never liked asking for money from my brother. It felt bad. I wanted to support myself on my own”

When the opportunity came, he took it. He secured a place in BRAC Skills Development Programme as an apprentice, chose mobile phone servicing as his trade, and was apprenticed to a master crafts person who owned a repair shop.

“So what if I don’t have any strength in my legs? I have two hands and good eyesight. So, I chose mobile phone repairs. I could do that by sitting in one place.”

Shumon enjoyed the training, he said, but was always late because the legunas (a type of local transport) would not stop long enough for him to climb aboard. But his master crafts person was a sensible person, and Shumon came to think of him as a brother.

His training hours were 9 to 5, but most customers would come to the shop after 5 p.m. on their way home from work. So, the master crafts person let Shumon stay late to observe as he repaired their phones. This allowed Shumon to learn the job much faster; his hard work paid off with greater responsibilities and the respect of his workmates.

Following training, Shumon worked full time at his master crafts person's shop for three years. Then, in 2019, he started another BRAC Skills Development Programme course, which supports young people in starting their own businesses, with classroom training, mentoring, and financing. After the course, Shumon secured 50,000 taka (590$) loan from BRAC to invest in his new business and was given additional help to find premises for the new enterprise. His master crafts person also lent support by introducing him to suppliers and asking them to help Shumon as he started out. To this day, Shumon said, he remains close with his former master crafts person.

Nowadays, after loan repayments and monthly shop rental of 3,000 taka (35$), Shumon earns around 13,000 taka (150$) a month. Even the commute is easier these days as he now knows some of the leguna drivers, he said. Shumon's younger brother, a student, assists him in the shop, and at the end of the day helps with the tricky task of drawing down the metal shutters. Although Shumon has his own solution to this using a bent metal rod.

"I don't like depending on others. I know what my condition is, but I manage to do things in my own way."

Crucially, his new business meant that Shumon could finally marry his long-time girlfriend, he said. They have been together since 2013, but his disability did not make it an easy love story. For years, his mother-in-law refused to accept him as a potential husband for her only daughter.

Shumon feels the earning power, achieved through his training under BRAC Skills Development Programme, was vital in winning her approval. As for his wife, ***"My wife never paid attention to what people said about my disability. She says it is enough for her that I can earn and take care of her,"*** said Shumon.

His own independent streak and BRAC Skills Development Programme 's support has helped Shumon build a business he takes pride in. Some people still make fun of his disability, calling him 'lengra' ('cripple'); however, he said, he is quick to point up to his shop sign that reads 'Shumon Telecom.'

“ উপরে তাকান আর দোকানের সাইনবোর্ড পড়ুন, আমার নাম লেংড়া না...সুমন। ”

“সুমন টেলিকম” এর মালিক, ২৭ বছর বয়সী সুমন তার ভালবাসার মানুষটিকেই বিয়ে করেছে। কিন্তু জীবনের বর্তমান পর্যায়ে আসতে সুমনকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বাধা। পোলিও পরবর্তী শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে কারো সাহায্য ছাড়া হাঁটতে না পারা সুমনের শৈশবের প্রায় পুরোটাই কেটে যায় চিকিৎসার খোঁজে, ডাক্তার আর হাসপাতালের দরজায় ঘুরে ঘুরে। আর এই চিকিৎসাও ছিলো ব্যয়বহুল।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পরিবাররের আন্তরিকতার বর্ণা দিয়ে সুমন বলে **"আমার ভাই সবসময় বলতেন, ‘তোমার কখনই চিন্তা করতে হবে না - যতক্ষণ তোমার ভাই আছে তোমার ভবিষ্যত সুরক্ষিত।’"** কিন্তু ভাইয়ের কাছে টাকা চাইতে সুমনের খারাপ লাগতো এবং সে তাকে সহযোগিতা করতে চাইতো। **"আমি সবসময় একটি অবস্থানে পৌঁছতে চাইতাম, হতে পারে সেটা নিজের একটা ব্যবসা শুরু করা"।**

“ভাইয়ের কাছে টাকা চাইতে আমার কখনই ভাল লাগত না। নিজের কাছে খুব খারাপ লাগত। আমি নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইতাম”

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণে একটি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর দোকানে মাস্টার ক্রাফটস পার্সনের অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেয়ার সুযোগ পেয়েই সুমন সাথে সাথে তা গ্রহণ করে।

“আমার পায়ে শক্তি নেই তো কি হয়েছে? আমার দুটি হাত এবং দৃষ্টিশক্তি ভাল। তাই, আমি মোবাইল ফোন মেরামত বেছে নিয়েছি। আমি এক জায়গায় বসেই কাজ করতে পারতাম।”

সুমন প্রশিক্ষণ বেশ উপভোগ করলেও লেগুনা (এক ধরণের স্থানীয় যানবাহন) দিয়ে যাতায়াতের জন্য তার পৌঁছাতে সবসময় দেরি হতো। কিন্তু মাস্টার ক্রাফটস পার্সন খুবই আন্তরিক ছিলেন এবং সুমনকে ভাইয়ের মতই দেখতেন।

বেশিরভাগ গ্রাহকই ৫টার দিকে আসতো বিধায়, মাস্টার ক্রাফটস পার্সন সুমনকে তাদের প্রশিক্ষণের ৯টা থেকে ৫টা সময়ের পরেও আরো সময় থাকতে দিতেন যেন সে আরো ভালভাবে কাজটা শিখতে পারে। কঠোর পরিশ্রম, দ্রুত কাজ শেখার ক্ষমতা সুমনকে বড় দায়িত্ব গ্রহণ করতে ও সহকর্মীদের কাছে সম্মানের জায়গা তৈরি করতে সাহায্য করে।

প্রশিক্ষণ শেষে মাস্টার ক্রাফটস পার্সনের দোকানে তিন বছর কাজ করে সুমন ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আরেকটি কোর্সে ভর্তি হয় ২০১৯ সালে যা তরুণ-তরুণীদের শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ , নির্দেশনা ও পরামর্শ এবং আর্থিক সহাযোগিতা দিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করে। এই কোর্সটির পর সুমন তার নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য ব্র্যাকের কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকার (৫৯০ ডলার) ঋণ নিতে সক্ষম হয়েছিল। সুমনের মাস্টার ক্রাফটস পার্সনও তাকে অনেক ভাবে সমর্থন করেছে এবং আজ অবধি সাবেক মাস্টার ক্রাফটস পার্সন সুমনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রয়েছে।

নিয়মিত ঋণ পরিশোধ এবং ৩,০০০ টাকার (৩৫ ডলার) মাসিক দোকান ভাড়া দেয়ার পরেও সুমন প্রতিমাসে প্রায় ১৩,০০০ টাকা (১৫০ ডলার) উপার্জন করে। এমনকি, লেগুনা-চালকদের সাথে পরিচয় থাকায় আজকাল সুমনের যাতায়াতও সহজ হয়ে গিয়েছে। দিনশেষে দোকানের ভারী ও ধাতব শাটারগুলো নামানোর মত জটিল কাজে সুমনকে সহায়তা করার জন্য সুমনের ছোট ভাই থাকলেও একটি বাঁকানো লোহার রড ব্যবহার করে সুমন নিজেই এর সমাধান বের করে নিয়েছে।

“আমি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পছন্দ করি না। আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত, কিন্তু আমি নিজের মত করে সবকিছু সামলে নিতে সক্ষম” সুমন বলে।

নতুন ব্যবসা শুরু করায় সে নিজের অনেকদিনের পুরানো প্রেমিকা কে বিয়ে করতে সক্ষম হয়। ২০১৩ সাল থেকে প্রেমের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, সুমনের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা তাদের প্রেমের গল্পে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক বছর ধরেই তার প্রেমিকার মা সুমনকে তার একমাত্র মেয়ের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত সুমনের উপার্জন ক্ষমতা ও নতুন ব্যবসা তার মন জয় করতে এবং দীর্ঘকালীন প্রেমিকাকে অবশেষে বিয়ে করার সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে সুমন মনে করে। সুমন তার স্ত্রী'র কথা বলতে গিয়ে বলে, **"লোকেরা আমার অক্ষমতা সম্পর্কে যা বলে তার প্রতি আমার স্ত্রী কখনও কান দেইনি । আমার স্ত্রী বলে যে আমি উপার্জন করতে পারি এটাই তার জন্য যথেষ্ট”।**

সুমন তার সচেষ্টা, আত্মনির্ভরতা এবং ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সমর্থনে এমন একটি ব্যবসা গড়ে তুলেছে যা তাকে গর্বিত করে। যদিও কিছু মানুষ তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে এখনও উপহাস করে তাকে ‘ল্যাংড়া’ বলে ডাকে; তখন তিনি তার দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে দেখিয়ে দেয় যেখানে লেখা আছে, ‘সুমন টেলিকম’।

‘প্রমিজ’থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
‘প্রমিজ’- ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির একটি প্রকল্প
brac

“Because of my training under BRAC Skills Development Programme, I am now able to earn money on my own. This is also how I managed to win my mother-in-law’s heart”

“ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ এর কারণে এখন আমি নিজেই কামাই করতে পারি। এটাই আমার শাশুড়ির মন জয় করতে আমাকে সাহায্য করেছিল। “

FATEMA

A young woman with disability puts skills and resources to work

ফাতেমা

দক্ষতা কে পুঁজি করে প্রতিবন্ধিতাকে জয় করার গল্প

> *“Fatema tells me, ‘I can teach people how to sew. I can even take apart the machine and show them how it works! Who will call me ‘disabled’ now?’” her mother said with pride.”*

Fatema, 25, with hearing and speech difficulties, is employed in her uncle’s tailor shop; she also works at home, taking tailoring orders from friends and neighbours. Although she dropped out of school at an early age, Fatema has many talents, from cooking to craftwork. Her skills can be seen in the handicrafts her mother proudly hangs on their living room walls, the first sight that greets visitors to their house. Because Fatema has difficulty forming words, her mother spoke to the interviewers on her behalf.

Fatema learnt her tailoring skills through the BRAC Skills Development Programme’s training. She was apprenticed to a master crafts person at a tailor shop where she was taught hand stitching and machine sewing, as well as how to take measurements and cut cloth, her mother explained. She was taught the basic cuts for salwar kameez and sari blouses, which are the main items of clothing she makes for her customers. Fatema has also mastered hand embroidery, but not through BRAC Skills Development Programme’s training; she learnt to embroider from her mother and from YouTube, resourcefully building on her existing skills.

After her training, Fatema was offered a job by her master crafts person, but her mother did not allow her to take it, as she felt the shop was too far from home. Her parents were also concerned about her working with people they considered strangers, her mother said. Fatema’s parents are conservative, and they are also careful about her movement ever since an incident in her childhood.

Fatema started attending school as she could see and understand the lessons; she faced some difficulties communicating with her teachers but kept going as she wanted to graduate, her mother said. However, on her way to and from school, boys would sometimes taunt Fatema and make lewd comments. They would invite her to ride on their bicycles, and not understanding their words or intentions, her mother explained, Fatema would get on – and the neighbours would gossip. When her father, who is a maulana (religious leader) at a local mosque, heard the gossip he told his wife to take Fatema out of school.

"We stopped Fatema from going to school because our honour comes first." – Fatema's mother

But she did not want her daughter to stay idle. "***We wanted her to do something, but without having to interact with the outside world too much,***" said Fatema's mother, who runs a small catering business from their home. Being an entrepreneur herself, Fatema's mother went to great lengths to make her daughter self-sufficient. She taught her all the skills she knew and enrolled her in vocational courses run by the government.

"Besides her training from BRAC Skills Development Programme, Fatema also learnt embroidery from me and from YouTube."- Fatema's mother

Fatema's mother also took her to a disability centre once. But Fatema, angry and hurt, refused to enrol there; she didn't feel 'disabled' she told her mother. Her mother empathised and eventually enrolled Fatema in BRAC Skills Development Programme's training. When her father found out he forbade her to go. But Fatema put her foot down, her mother said, saying she would walk all the way to the tailor shop if she had to. Her mother supported her, and her father eventually backed down.

For a time, after her BRAC Skills Development Programme's training, Fatema did tailoring at home. Her mother hung a signboard outside the house and customers, mostly neighbours, would come along. More recently, she started the job at her uncle's tailoring shop. Now, she works at her uncle's shop, continues to tailor at home, and also helps her mother with her catering business, earning about 6,000 taka (70$) a month in total, her mother said.

> “ফাতেমা আমাকে বলে, ‘আমি অন্যদের সেলাই করা শেখাতে পারি। এমনকি আমি মেশিনটি খুলে এটি কীভাবে কাজ করে তাও তাদের দেখিয়ে দিতে পারি! এখন আমাকে কে ‘অক্ষম’ বলবে?’ ফাতেমার মা গর্বের সাথে বলেন।”

পঁচিশ বছর বয়সী ফাতেমা তার মামার দর্জির দোকানে কাজ করে। তার শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধিতা আছে। ফাতেমা তার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে বাড়িতে বসেই দর্জির কাজ করে। যদিও খুব অল্পবয়সেই স্কুল ছাড়তে হয়েছিলো, তবুও রান্নাবান্না থেকে শুরু করে হাতেরকাজ সহ ফাতেমার আরও অনেক প্রতিভা রয়েছে। বাড়িতে প্রবেশ করতেই প্রথমে যা নজর কাড়ে তা হল বসার-ঘরের দেয়ালে টানানো ফাতেমার নিপুণ হাতে বানানো হস্তশিল্প । যেহেতু ফাতেমার বাক প্রতিবন্ধিতা আছে তাই তার মা তার হয়ে কথা বলেছেন।

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ফাতেমা সেলাইয়ের দক্ষতা অর্জনে করেছে। একটি দর্জির দোকানের মাস্টার ক্রাফটস পার্সনের অধীনে ফাতেমা কাপড়ের মাপ নেয়া, কাপড় কাটা, হাতের-সেলাই এবং মেশিন-সেলাই এর কাজ শিখেছে। ফাতেমাকে সালওয়ার কামিজ এবং ব্লাউজের কাপড় কাটার মৌলিক নিয়মটি শেখানো হয়েছিল, যা সে তার ক্রেতাদের জন্য প্রধানত তৈরি করে থাকে। ফাতেমা এমব্রয়ডারি কাজেও দক্ষতা অর্জন করেছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নয়, মা এবং ইউটিউবের সাহায্যে ফাতেমা হাতের কাজ আয়ত্ত করেছে।

ফাতেমার বাবা-মা রক্ষণশীল। ফাতেমার শৈশবকালীন একটি ঘটনার পর থেকে ওর চলাফেরা নিয়ে তারা সাবধান থাকে। তাই প্রশিক্ষণের পর ফাতেমাকে তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন একটি চাকরির প্রস্তাব দিলেও দোকানটি বাড়ি থেকে বেশ দূরে হওয়ায় ফাতেমাকে তার মা সেই চাকরিটি করতে দেয়নি। এছাড়া অপরিচিত পুরুষদের সাথে ফাতেমার কাজ করা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন।

ফাতেমা ছোটবেলায় স্কুলের পাঠগুলো দেখতে এবং বুঝতে পারত। শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হলেও ফাতেমা চেষ্টা চালিয়ে যেত উচ্চশিক্ষার আশা বুকে নিয়ে। কিন্তু স্কুলে আসা যাওয়ার পথে ছেলেরা প্রায়শই ফাতেমার উদ্দেশ্যে কটূক্তি এবং অশ্লীল মন্তব্য ছুড়তো। তারা ফাতেমাকে তাদের সাইকেলে চড়ার আহ্বান জানাতো, এবং তাদের কথা বা উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ফাতেমা সাইকেলে চড়ে বসতো; যা নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা কথা রটাতো বলে ফাতেমার মা জানায়। ফাতেমার বাবা, যিনি স্থানীয় মসজিদের মওলানা, এসব রটানো কথা শুনে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন ফাতেমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে।

“আমরা ফাতেমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ আমাদের কাছে আমাদের সম্মান আগে” - ফাতেমার মা

কিন্তু ফাতেমার মা চাননি যে তাঁর মেয়েটি বেকার থাকুক। ফাতেমার মা, একজন উদ্যোক্তা যিনি বাড়িতে বসেই একটি ছোট খাবারের ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, **"আমরা চেয়েছিলাম সে কিছু করুক, তবে বাইরের জগতের সাথে খুব বেশি যেন মেলামেশা না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে"**। ফাতেমার মা নিজে একজন উদ্যোক্তা হওয়ায় তার মেয়েকে সাবলম্বি করে তোলার সকল চেষ্টা তিনি করেছেন। তার জানা সকল দক্ষতা ফাতেমাকে শিখিয়েছে এবং সরকার পরিচালিত বৃত্তিমূলক কোর্সে ভর্তি করে মেয়েকে করেছেন।

“ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, ফাতেমা আমার থেকে এবং ইউটিউবে দেখে হাতের কাজ শিখেছে।” - ফাতেমার মা

ফাতেমার মা একবার তাকে প্রতিবন্ধী কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ায় রাগান্বিত ও মনোক্ষুন্ন ফাতেমা সেখানে নাম লেখাতে চায়নি; সে তার মাকে বলেছিলো সে মোটেও 'অক্ষম' বোধ করে না। ফাতেমাকে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ভর্তির কথা শুনে ফাতেমার বাবা তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু ফাতেমা জেদ ধরে বসে এবং জানায় যে প্রয়োজনে পুরোটা পথ সে পায়ে হেঁটে ওই দর্জির দোকানে যাবে। তখন মা এর সমর্থনের কাছে ফাতেমার বাবা হাঁর মেনে যায় এবং ফাতেমা কে প্রশিক্ষণটি নিতে ভর্তি করান।

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণের পর কিছু সময়ের জন্য ফাতেমা তার বাড়ির বাইরে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীর দর্জির কাজ করতো। সম্প্রতি, ফাতেমা তার মামার দর্জির দোকানে কাজ শুরু করেছে। এখন সে তার মামার দোকানে কাজ করার পাশাপাশি, বাড়িতেও দর্জির কাজ অব্যাহত রেখেছে, এবং তার মাকে খাবারের ব্যবসায়ও সাহায্য করে; যা থেকে সে প্রতিমাসে প্রায় ৬,০০০ টাকা (৭০ ডলার) আয় করে।

“Putting all her skills and resources to work, Fatema has become self-sufficient and refuses to be deterred.”
– Fatema’s mother

“সমস্ত দক্ষতা এবং সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ফাতেমা স্বাবলম্বী হয়েছে এবং সে পিছিয়ে থাকতে রাজি না।"
- ফাতেমার মা

Reflections

The narratives in this book shed light on the successes and struggles of ten BRAC Skills Development Programme graduates as they went through their apprenticeship training and, in all but one case, found employment that improved their lives in many ways. All the graduates spoke positively about their training experiences, describing supportive master crafts persons (MCPs) and friendly peers (fellow apprentices), as well as the self-confidence and opportunities their training gave them. For some graduates, it brought them out of the home and into the outer world for the first time. Almost all of them went on to be employed at their places of training, which they found to be enabling work environments. However, we can see from these narratives, employment is not the sole measure of wellbeing. Despite being employed, especially for marginalized and disadvantaged groups, many different challenges remain in the graduates' lives.

For the women graduates, with disabilities and without, in traditional and non-traditional trades, their skills development training and subsequent employment instilled a valued sense of independence, while allowing them to contribute to or entirely support their households financially. For some, this significantly elevated their standing within their families. On the other hand, the women still faced many trials, which included social stigma, household and childcare worries, lack of agency, and accessibility problems, among others. There is a persisting stigma in our society surrounding the idea of women and men working together. Moreover, women must still take care of household duties and/or children while working, which can put them at a disadvantage in the workplace. One of the female graduates plays a pivotal role to support her family financially by working in a wood furniture designing shop. She has to take her child to work with her every day, even though it poses some hazard to her child. However, with the support from her master crafts person and fellow peers, she is continuing her work whilst ensuring the safety of her child. The notion that a woman's reputation should be protected by restricting her mobility and agency was another issue for some of the working women. Some were permitted to work only in places with family connections. One of them was not allowed to move to a higher paying job irrespective of the fact that she supported her family through her work. A different frustration for one young graduate was the lack of women's facilities in her workplace. In general, however, the women found their workplaces to be inclusive and enabling, despite the societal or familial problems some of them continued to face.

For the two graduates who are transgender, societal, cultural, or familial challenges also persist. While one of the graduates was able to express her hijra identity when training and working, she continued to face harassment on her way to and from work. She also worried, as she considered her future, whether government support existed for people from hijra community to have their own businesses. Our other transgender graduate felt she needed to hide her real self to enter mainstream employment and to fulfil her family's wishes. Presenting herself as male while training and then in her job, she feared never being able to live the life she wanted as a transwoman. However, both graduates described their workplaces as supportive, and their training as having had a positive impact in their lives. Rather, it was influences outside their work environments, from society and family that continued to have a negative impact for them.

BRAC Skills Development Programme training shown to have a great impact in the lives of the graduates with disabilities. All had been regarded at one time or another as "unable" to work, and many had been disregarded as valuable members of society. Their narratives showed that given the opportunity, they were able to learn, work, and contribute to household incomes and thereby lead richer lives. All their narratives spoke of BRAC Skills Development Programme providing a safe and enabling environment for their training and subsequent employment. The choice of trades also gave the graduates flexibility to choose jobs according to their functionalities. And, importantly, the training exposed some graduates to the outside world for the first time since dropping out or being forced to drop out of school as children. However, not everyone had the same experiences. While one of the graduates went on to build his own business, another has been unable to find any employment since her training. And discrimination against disability continues in the workplace for many of the graduates, as clients and customers still pass hurtful comments about their perceived abilities. Nevertheless, as one graduate put it, "not having to ask anybody for anything" was an invaluable result for these graduates who had previously been so reliant on others.

Overall, the narratives convey that BRAC Skills Development Programme training gave these 10 - young people, almost all of them school dropouts, the skills, resources, and possibilities for inclusion in mainstream employment. Their employment in turn gave them courage, strength, and confidence to navigate through personal, emotional, and material insecurities. But challenges persist, according to their narratives, which draw attention to and raise some questions about the continued wellbeing of these young people, about their future lives, ambitions, and hopes. We hope that these questions may open up discussions about follow up support for BRAC Skills Development Programme graduates, after the training is over, to ensure lasting inclusion, wellbeing, and dignity in their lives.

প্রতিফলন

এই বইটিতে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির দশজন গ্র্যাজুয়েটের সাফল্য ও সংগ্রামের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে তাদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মস্থানে নিয়োগপ্রাপ্তি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সকলেই তাদের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। মাস্টার ক্রাফটস পার্সন এবং বন্ধুসুলভ সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি গ্র্যাজুয়েটরা তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলেছে যা তারা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্জন করেছে। কিছুসংখ্যক গ্র্যাজুয়েটদের জন্য এই ট্রেনিং তাদেরকে প্রথমবারের মত বাড়ির বাহিরের জগতে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। তারা প্রায় সকলেই সেইসব কর্মস্থলে নিযুক্ত হয়েছিল যেখানে তারা প্রশিক্ষণ লাভ করেছে এবং সেখানে তারা যথাযথ কাজের পরিবেশ পেয়েছে। তবে, তাদের গল্পগুলো থেকে বোঝা যায় যে কর্মসংস্থানই জীবনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির একমাত্র পরিমাপক নয়। কর্মসংস্থান থাকা সত্ত্বেও গ্র্যাজুয়েটোদের জীবনে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, বিশেষত যারা প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

সকল নারী গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী কর্মসংস্থান তাদের ভেতর স্বাধীনতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। সেইসাথে, এই প্রশিক্ষণ তাদের পরিবারে আংশিক বা সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সুযোগ করে দিয়েছে। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা পরিবারে তাদের ব্যক্তিগত অবস্থানকে আরো উল্লেখযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে, অনেক নারীদের এখনও সম-অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার অভাবসহ আরও বিভিন্ন কারনে অনেক কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। নারী ও পুরুষের একসাথে কাজ করার বিষয়টিকে ঘিরে আমাদের সমাজে একটি নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত রয়েছে। উপরন্তু, নারীদের কাজ করার পাশাপাশি গৃহকর্ম এবং/কিংবা সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্বও নিতে হয়, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দিতে পারে। একজন গ্র্যাজুয়েট যিনি উড ফার্নিচার ডিজাইনিং এ কাজ করে পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন, প্রতিদিন তার সন্তান কে সাথে নিয়ে কাজে আসেন। যদিও তার কর্মক্ষেত্র বাচ্চাটির জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এক্ষেত্রে তিনি তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন এবং সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে বাচ্চাটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিবার ও সমাজ যখন নারীর তথাকথিত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে তার চলাফেরা এবং অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে, সেটাও অনেক কর্মজীবি নারীর জন্য প্রতিবন্ধকতার কারণ তৈরি করে। পারিবারিক সংযোগ রয়েছে এমন কিছু জায়গায় কেবল কাজ করার অনুমতি ছিল কোন কোন নারীর। তাদের মধ্যে একজনের কাজের মাধ্যমে পরিবারকে সাহায্য করার পরেও অন্য জায়গায় উচ্চতর বেতনের চাকরিতে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুমতি ছিল না। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ-সুবিধার অভাবের বিষয়টি একজন গ্র্যাজুয়েটের জন্য বেশ হতাশার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সাধারণত, কিছু সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও নারীরা মনে করে তাদের কর্মক্ষেত্রগুলো যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

দু'জন ট্রান্সজেন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রেও সামাজিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে দেখা যায়। প্রশিক্ষণকালে এবং কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরেও একজন গ্র্যাজুয়েট তার হিজড়া পরিচয়টি প্রকাশ করতে যদিওবা সক্ষম হয়েছিল, তবুও কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার পথে তাকে হয়রানির শিকার হতে হত। হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিজ ব্যবসায়ের মালিকানা পাওয়ার জন্য সরকারী সহযোগীতা পাওয়া নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। অন্য আরেকজন ট্রান্সজেন্ডার গ্র্যাজুয়েট মনে করেন মূলধারার কর্মসংস্থানে প্রবেশ করতে এবং তার পরিবারের ইচ্ছাপূরণ করতে তার সত্যিকারের পরিচয় গোপন রাখা জরুরি । প্রশিক্ষণকালে এবং পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রেও নিজেকে পুরুষ হিসাবে ক্রমাগত উপস্থাপন করতে করতে তিনি আশংকা করছেন ট্রান্সওম্যান হিসাবে তিনি যেরকম জীবন চেয়েছিলেন তা তিনি কোনদিনও পাবেন না। তা সত্ত্বেও, উভয় ট্রান্সজেন্ডার গ্র্যাজুয়েট এই প্রশিক্ষণ এবং তাদের কর্মক্ষেত্র কীভাবে তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার বর্ণনা দিয়েছে। তারা বলেন যে কাজের পরিবেশ নয় বরং তাদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে সমাজ ও পরিবারের কারনেই তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরছে।

প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের জীবনেও ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তারা বলেন যে আগে প্রায়শই তাদের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করা হতএবং তারা অনেকেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে বিবেচিত হত না। তাদের দেয়া বর্ণনা থেকে জানা যায় যে যথাযথ সুযোগসুবিধা পেয়ে তারা কাজ শিখে পরিবারের আয়ে অবদান রাখতে পারছেন এবং এর ফলে আরও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন । ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী কর্মসংস্থানের জন্য একটি নিরাপদ এবং কার্যকরি পরিবেশ প্রদান করেছে । গ্র্যাজুয়েটদের নিজ নিজ পছন্দমত কাজের ধরণ বেছে নিতে পারার সুযোগের ফলে তারা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী চাকরি পেতে সফল হয়েছে। সেইসাথে কিছু গ্র্যাজুয়েট যারা ছোটবেলায় স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল , এই প্রশিক্ষণটি প্রথমবারের মত তাদের বাইরের জগতে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। তবে সবার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে এক রকম নয়। এই গল্পগুলো থেকে দেখা যায় যে একজন গ্র্যাজুয়েট যেখানে তার নিজের ব্যবসা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে আরেকজন তার প্রশিক্ষণের পর থেকে কোনো কাজে নিযুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। এছাড়াও প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের কর্মস্থলে প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হতে হয়, কারণ গ্রাহক এবং ক্রেতারা এখনও তাদের দক্ষতা সম্পর্কে অসংবেদনশীল মন্তব্য করে থাকে। তা সত্ত্বেও, তারা বলেন যে এই প্রশিক্ষণ এবং কাজ তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছে যেটা তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।

সামগ্রিকভাবে, এই গল্পগুলো প্রমাণ করে যে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ এই দশজন তরুণ-তরুণী , যারা কিনা প্রায় সকলেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং মূলধারার কাজে যোগদানের সুযোগ করে দিয়েছে। কর্মসংস্থনের বিনিময়ে তাদের ব্যক্তিগত, আবেগীয় জনিত এবং বৈষয়িক নিরাপত্তাহীনতাগুলো সাহস, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে মোকাবেলা করার পথ দেখিয়েছে। তবুও তাদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে তাদের এখনও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ, ভবিষ্যত জীবন, লক্ষ্য ও আশা সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চিয়তা এবং প্রশ্ন জাগায়। আমরা আশা করি যে এই প্রশ্নগুলো ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্র্যাজুয়েটদের ফলোআপ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আলোচনার সুযোগ করে দেবে যা প্রশিক্ষণ-পরবর্তীকালে তাদের জীবনে স্থায়ী অন্তর্ভুক্তি, কল্যাণ এবং মর্যাদাবোধ নিশ্চিত করবে ।

Living with the Pandemic

মহামারীর দিনগুলো

The ongoing pandemic has resulted in devastating outcomes and people around the world are struggling to contain its social and economic impacts. However, disadvantaged and marginalized communities from low income backgrounds [17] have been the most affected, as they are already more vulnerable in society. Women, transgender individuals from the Hijra community and the people with disabilities have been impacted negatively in particular, turning their lives upside down and adding to their existing struggles [17] [18] [19].

The first three cases of coronavirus were detected in Bangladesh on March 8th, 2020 [20], and as the number of cases increased, educational institutes were officially announced as closed on the 18th of March [21] and social gatherings were banned from the 19th of March, 2020 [22]. Later on, a more serious lockdown was implemented from the 26th of March, 2020, which was extended in periods [23]. During the lockdown, as shops and garments factories were closed, workers in the informal sectors suffered greatly [24]. Many were not paid fully for the months they had worked and others had completely lost their source of income [25] [26]. This sparked many protests amongst workers, and led millions to go into complete poverty [27]. In this light, the restrictions in Bangladesh were partially lifted on 31st May, 2020 [28] [29], after which the economy gradually started running again. As of August 14th, 2020, Bangladesh stands in the 8th position in the world's country list of most active COVID-19 cases [30]. Although the number of cases are still on the rise, business on the streets have returned to usual, with government and private offices being reopened and functioning fully. This lifting of restrictions has been welcomed by the underprivileged and working class, as they can now go back to earning a regular income. However, many still are struggling to make ends meet due to the long-lasting impacts of COVID-19 on the economy.

Our research had initially wrapped up with the graduates of the BRAC Skills Development Programme graduates in February 2020, before the COVID-19 pandemic hit the country. Based on the request by BRAC Skills Development Programme, a decision was made to follow up with the respondents to understand their experiences during COVID-19 in July, 2020. Phone interviews were conducted and informed consent procedures were followed as per research ethics. Each respondent was given BDT 300 as compensation for their time for the phone interviews, and this was sent through mobile money transfer system. We were able to contact 8 of 10 respondents, except for two; Happy and Rita, who could not be reached.

চলমান মহামারী সারা বিশ্বেই ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষ এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোর মাঝে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে লড়াই করে যাচ্ছে। তবে সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে [17], কারণ তারা ইতিমধ্যে সমাজে ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষত নারী, হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে বিদ্যমান লড়াইয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে আরো নেতিবাচক কিছু প্রভাব [17] [18] [19]।

২০২০ সালের ৮ ই মার্চ বাংলাদেশে করোনভাইরাসের প্রথম তিনটি কেস ধরা পড়ে [20], এবং আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ১৮ই মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয় [21] এবং ২০২০ সালের ১৯শে মার্চ থেকে সামাজিক জমায়েতও নিষিদ্ধ করা হয় [22]। পরবর্তীতে, ২০২০ সালের ২৬শে মার্চ থেকে আরও গুরুতর লকডাউন বাস্তবায়িত হয়, যা বিভিন্ন মেয়াদে বাড়তে থাকে [23]। লকডাউন চলাকালীন দোকান ও গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ থাকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন [24]। অনেক শ্রমিক তাদের পুরো মাসের বেতন তো পাননিই, আবার কেউ কেউ তাদের আয়ের উৎসও হারিয়েছেন [25] [26]। যার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে আসে [27]। এই আলোকে, ২০২০ সালের ৩১ শে মে বাংলাদেশে বিধিনিষেধগুলো আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যার ফলে অর্থনীতি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে [28] [29]। ১৪ আগস্ট ২০২০-এ বিশ্বের সর্বাধিক সক্রিয় কোভিড-১৯ আক্রান্তের তালিকায় বাংলাদেশ ৮ম স্থানে নাম লেখায় [30]। যদিও আক্রান্তের সংখ্যা এখনও বেড়েই চলেছে, তবুও ব্যবসা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলো আবার খোলা হয়েছে এবং পুরোপুরি তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিধিনিষেধ প্রত্যাহারকে সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমিক শ্রেণির ব্যক্তিরা সাদরে গ্রহণ করেছেন কেননা, তারা এখন নিয়মিত উপার্জনে ফিরে যেতে পারছেন। অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে অনেকে এখনও তাদের শেষ অবলম্বন নিয়ে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্র্যাজুয়েটদের সাথে নিয়ে আমাদের গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছিল ২০২০-এর ফেব্রুয়ারিতে, কোভিড -১৯ মহামারীটি দেশে আঘাত হানার আগে । ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অনুরোধের ভিত্তিতে, ২০২০ সালের জুলাইয়ে কোভিড -১৯ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা অনুধাবন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুসারে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি নিয়ে ফোন সাক্ষাত্কারগুলো পরিচালিত হয়েছিল। রেসপন্ডেন্টদের প্রত্যেককে ফোনে সাক্ষাৎকারের জন্য, তাদের সময়ের বিনিময়ে মোবাইল মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে ৩০০ টাকা করে পাঠানো হয়। হ্যাপি এবং রিতা; শুধুমাত্র এ-দু'জন বাদে ১০ জনের মধ্যে ৮ জনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে।

Livelihood during State Sanctioned Lockdown:

All the 8 participants interviewed reported that when the nationwide lockdown for COVID-19 was implemented on 26th March 2020 [31], all the 8 participants interviewed reported that they had to stay at home and this created numerous challenges and problems for them. While Rimi (19), who has hearing and speech disabilities, was not working, still suffered greatly from the restrictions. When we called Rimi's mother during August 2020, we found that she had recently gotten married and found out she was pregnant during the lockdown. But her husband, a rickshaw puller had no income, as transport was stopped during the lockdown in Kapasia, where the restrictions were very strict during the months of April and May. Rimi, often longed to visit her mother, who she is very attached to, and cried frequently, despairing of the situation. Her husband would often beat her and their household after marriage was very impoverished, so her mother's house was her only recluse. Once, Rimi missed her mother so much that she left her in-law's house all on her own during the lockdown, as she did not understand the purpose of all these restrictions and the state of the pandemic. However, she was stopped by a police officer as any movement unless its urgent was banned, and made to return home. Not being able to talk to her mother, who was her only confidante and the only person she can communicate with freely, took a great toll on her mental health, leaving her to deal with her problems completely alone.

As for 21 year old Raju, a trans woman, now also works as a loan collection officer, besides her tailoring job and boutique shop business. Her loan collection office was shut down for a month. During that time she and she had to get by with only half the amount of her usual monthly salary 6000 taka (USD 70). She also had to live with her parents again, whereas for so long she was living independently, in the accommodation provided by her office, which made her feel ashamed. She was also worried by this unfamiliar uncertainty that she and her family were facing as they were also struggling financially. She shared feeling guilty because she felt like he was living off their scarce earnings.

On the other hand, the beauty parlour, where 20-year-old Shumi with a hunched back, used to work, was also closed for 3 months and she received no salary at all. Previously she was earning 4000 taka (USD 45) monthly. For the most marginalised with no safety nets, etc, this was an extremely precarious situation. Nobody in her family, consisting of her mom and sister, could go to work during the lockdown period and so they had to manage the household with great difficulty, relying on savings and borrowing money from others. They did not have the money to pay rent either, which was 10,000 taka (118 USD) The debt was increasing and the situation remained uncertain.

Similarly, 26-year-old Fatema, who has hearing and speech disabilities, suffered because of the shutdown too, along with her parents, as all of them lost their source of income. But things were perhaps the bleakest for Jhorna (24), a poor woman, who works at a furniture shop. She could not go to work for 1.5 months during the lockdown and couldn't manage medication or clothes for her baby, nor could they eat properly or manage wood for cooking during this period

লকডাউন চলাকালীন জীবন-জীবিকা

২০২০ সালের ২৬শে মার্চ কোভিড -১৯ এর জন্য যখন দেশব্যাপী লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছিল [31], তখন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৮ জনই জানান যে লকডাউনে তাদের বাড়িতে থাকতে হয়েছে এবং এটি তাদের জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করেছে। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী রিমি (১৯) যে লকডাউনের আগে কোন কাজ করছিল না, তবুও এই বিধিনিষেধের ফলে তাকে নানা ভাবে ভুগতে হয়। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে রিমির মাকে ফোন দিয়ে আমরা জানতে পারি সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে এবং লকডাউনের সময় রিমি জানতে পারে যে সে গর্ভবতী। কিন্তু তার স্বামী, কাপাশিয়া অঞ্চলের একজন রিক্সাচালক, তাদের রুজিরুটির যোগাড় করতে হিমশিম খেত, কেননা লকডাউনের সময় যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল এবং এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালন হচ্ছিল। রিমি প্রায়ই মায়ের সাথে দেখা করতে চাইতো, কারণ তিনি রিমিকে সবচাইতে ভালো বোঝেন। মায়ের সাথে দেখা না করতে পেরে রিমি ক্রমশ হতাশ হয়ে পরে আর কান্নাকাটি করতে থাকে। তার স্বামী তাকে মাঝে মাঝেই মারধর করতো এবং বিয়ের পর তাদের পরিবার এর দারিদ্রতা আরও বেড়ে যায়। রিমির জন্য একমাত্র শান্তির জায়গা ছিল তার মায়ের বাড়ি। একবার, রিমি তার মায়ের সাথে দেখা করার জন্য সমস্ত বিধিনিষেধ এবং পারিপার্শিক অবস্থা উপেক্ষা করে লকডাউনের সময়ই একা একা শ্বশুরবাড়ি থেকে মায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়াতে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে একজন পুলিশ অফিসার তাকে রাস্তা থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। রিমির কাছে একমাত্র বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি রিমির মা, যার সাথে রিমি নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করতে পারত। মায়ের সাথে রিমি কথা বলতে পারছিল না যা রিমির মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এক বিরাট প্রভাব এবং নিজের সমস্যাগুলো রিমিকে সম্পূর্ণ একা সামলাতে হচ্ছিল।

২১ বছর বয়সি রাজু একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যাক্তি, তার দরজির চাকরি আর বুটিকের দোকান চালানর পাশাপাশি একজন লোন কালেকটর হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করতো। লোন কালেকশনের অফিস এক মাসের জন্য বন্ধ থাকার কারণে সে তার মাসিক বেতন ৬০০০ টাকার (৭০ মার্কিন ডলার) অর্ধেক পরিমাণ টাকা পেত। এতদিন অফিসের দেয়া আবাসস্থলে থাকলেও, এবার তাকে আবার তার বা-মায়ের সাথে গিয়ে থাকতে হয়, যেটা কিনা তাকে বেশ লজ্জার মুখে ফেলে দেয়। সে এই অচেনা আর অনিশ্চিৎ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিতও হয়ে পরে, কেননা তাকে এবং তার পরিবারকে আর্থিকভাবে লড়াই করে যেতে হচ্ছিল। রাজু জানায় সে কিছুটা অপরাধবোধেও ভুগছিল কারণ তার মনে হচ্ছিল সে তাদের কষ্টের উপার্জনের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

অন্যদিকে, ২০ বছর বয়সী সুমি, যে বিউটি পার্লারে কাজ করত। সেটা ৩ মাস ধরে বন্ধ ছিল এবং সে কোন বেতনও পেত না। আগে সে মাসে ৪০০০ টাকা (৪৫ ডলার) উপার্জন করত। কোন রকম অর্থনৈতিক সুরক্ষা ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য এটি একটি চরম পরিস্থিতিতে রূপ নেয়। তার মা এবং বোনকে নিয়ে ছোট এই পরিবারের কেউই কাজে যেতে পারে নি। তাই তাদের পূর্ব সঞ্চিত অর্থ আর ধার করা টাকার উপর নির্ভর করে খুব কষ্ট করে পরিবার চালাতে হচ্ছিল। ভাড়া দেওয়ার জন্য তাদের কাছে টাকা ছিল না, যা কিনা ১০,০০০ টাকা (১১৮ মার্কিন ডলার)। ঋণ বেড়েই চলছিল আর পরিস্থিতি অনিশ্চয়তার দিকে আগাচ্ছিল।

একইভাবে, ২৬ বছর বয়সি শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ফাতেমা, বাবা-মা সহ তাকেও এই বন্ধের কারণে নানা ভাবে ভুগতে হয়, কারণ তারা সকলেই আয়ের উৎস হারিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত বিষয়গুলো সবচেয়ে অসহনীয় ছিল ঝর্ণা (২৪) এর পক্ষে, যে কিনা একটি ফার্নিচারের দোকানে কাজ করে। লকডাউনের সময় সে ১.৫ মাস ধরে কাজও করতে পারেনি এবং তার সন্তানের জন্য ওষুধ বা জামাকাপড়ও কিনতে পারেনি। এমনকি রান্নার জন্য কাঠ যোগাড় করাটাও সম্ভব হয় নি।

Food deprivations

One of the biggest challenges for our participants during the lockdown was managing food for the households. All of them mentioned that they had to reduce their food intake, change food habits, and consumed only basic food items like rice and lentils owing to a lack of regular income. They had not consumed protein sources like fish or meat for months during the lockdown. While Shumi, Raju, and Shumon said that they would make do with basic food items like rice, lentils and potatoes for all three meals; others like Fatema, Motin, Rimi and Jhorna were coping with the difficult situation by skipping meals.

"It was a very difficult situation for my daughter during lockdown. There were days, she survived on just rice with dried chili pepper and water", said Rimi's mother.

Fatema's (26) mother, who she lives with, mentioned that there was a time when the whole family would fast for months, and only have one meal at sundown. Jhorna (24), on the other hand was constantly worried about her little child and was unable to manage food for her child, even now that the lockdown has been lifted. She said,

"For days, I was feeding my baby just rice. I can't even buy 5 taka worth of food for my baby."

However, even in these tough times Jhorna (25) and Motin (19) were fortunate enough to have neighbours who helped them out by sharing food, when they found that they had no food in the house. Raju (21) also shared the food reliefs he received with others in his area because she had enough for her household. Of all people, this was particularly harder for Purnima (26), a trans woman working in a beauty salon in Dhaka, who only eats once a day now, since the coronavirus pandemic started. Like Purnima, the onset of lockdown has affected many from the marginalized and socially excluded Hijra community. Owing to their status as third gender, many were left out of government relief efforts in many cases.

Most of our participants reported to have received food relief commonly consisting of rice, lentil, potatoes, oil, and a soap from ward councillors, union members or influential people of their community. However, when asked about relief, Shumi (20) mentioned having received no such support. People like Jhorna (24), who do not have a national ID card, also had difficulty in receiving relief support. Raju (21) mentioned receiving cash support through organizations supporting transgender. Purnima (26) received food and cash support from the owner of a television channel and from the police station in her area. Motin (19) also received 1500 taka as cash support from BRAC. Fatema's mother said that even though they were facing problems during the lockdown, it was not easy for families like Fatema's to go and collect relief due to their standing in the society. However, she had food relief from the government and BRAC delivered to their doorstep. She said,

"When you belong to such a family, you cannot go anywhere and ask for help. We couldn't do that. But efforts from the government and from BRAC to leave food relief at our doorstep has really helped us in these tough times."

খাদ্যের সাথে আপোষ

লকডাউন চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হল পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। তারা সকলেই উল্লেখ করেছেন যে নিয়মিত আয়ের অভাবে তাদের খাদ্য গ্রহণ কমাতে হয়েছে, খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং কেবল চাল এবং ডালের মতো সাধারণ খাবার খেয়ে দিন পার করতে হয়েছে। লকডাউনের সময় কয়েক মাস ধরে মাছ বা মাংসের মতো প্রোটিন উৎসগুলো গ্রহণ করেনি তারা। যেখানে সুমি, রাজু আর সুমন শুধুমাত্র ভাত, আলু আর ডালের মত সাধারণ খাবারেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা উল্লেখ করে, তেমনি ফাতেমা, মতিন, রিমি আর ঝর্ণা -দের কোন কোন বেলা না খেয়েও থাকতে হয়েছে।

"লকডাউনের সময় আমার মেয়ে অনেক কঠিন সময় পার করেছে। এরকমও দিন গেছে, যেদিন সে ভাতের সাথে শুধু শুকনো মরিচ আর পানি খেয়ে দিন পার করেছে।"- রিমির মা।

ফাতেমার মা, যার সাথে সে থাকে, উল্লেখ করেন যে একটা সময় ছিল যখন পুরো পরিবার কয়েক মাস রোজা রেখেছে, এবং কেবল সেহরিতে একবেলা করে খেয়েছে। অন্যদিকে ঝর্ণা তার শিশু সন্তানের জন্য ক্রমাগত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এবং তার সন্তানের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে সে অক্ষম ছিল। এমনকি এখনও যখন লকডাউনটি তুলে নেয়া হয়েছে, সে বলে-

"কয়েকদিন ধরে আমি আমার বাচ্চাকে শুধু ভাত খাইয়েছি। আমি আমার বাচ্চার জন্য ৫ টাকার মূল্যের খাবারও কিনতে পারি নাই।"

তবে, এই কঠিন সময়েও ঝর্ণা এবং মতিন ভাগ্যবান যে প্রতিবেশীরা যখন দেখল যে ঝর্না এবং মতিনের ঘরে খাবার নেই তখন তারা তাদের নিজেদের খাবার হতেই কিছু অংশ তাদের দিয়েছিল। রাজু তার পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকার কারণে, যে খাবারের ত্রাণ সে পেয়েছিল তাও তার সম্প্রদায়ের অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল। তবে এদের মধ্যে ২৬ বছর বয়সি একজন ট্রান্স ওম্যান পূর্ণিমার পক্ষে ঢাকায় বিউটি পার্লারে কাজ করে টিকে থাকা বেশ কঠিন হয়ে পরেছিল, করোনাভাইরাস মহামারীটি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন সে কেবল দিনে একবারই খেতে পারে। পূর্ণিমার মতো লকডাউন শুরু হওয়ার কারণে প্রান্তিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত হিজড়া সম্প্রদায়ের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণে অনেককে সরকারি ত্রাণ সহায়তা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীরা ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন সদস্য বা তাদের সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাধারণত চাল, ডাল, আলু, তেল, সাবান ত্রাণ পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে, ত্রাণ সম্পর্কে সুমিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উল্লেখ করে যে এই জাতীয় কোন সহযোগিতা সে পায়নি। ঝর্ণার মতো ব্যক্তিরা, যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, তাদেরও ত্রাণ সহায়তা পেতে অসুবিধা হয়েছে। তবে রাজু একটি সংস্থার মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে। পূর্ণিমা জানায় সে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক এবং তার এলাকার থানা থেকে খাবার এবং নগদ সহায়তা পেয়েছিল। মতিন ব্র্যাকের কাছ থেকে নগদ সহায়তা হিসাবে ১৫০০ টাকাও পেয়েছে। ফাতেমার মা বলেছেন যে লকডাউনের সময় তারা নানান সমস্যার মুখোমুখি হলেও, সমাজে একটি সম্মানজনক অবস্থানের কারণে তাদের মতো পরিবারের পক্ষে সশরীরে গিয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। তবে সরকার এবং ব্র্যাক-এর পক্ষ থেকে তারা তাদের দোরগোড়ায় ত্রাণহিসেবে খাবার পেয়েছিলেন। তার মতে-

"আপনি যখন এরকম একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আপনি কোথাও যেতে পারবেন না এবং সাহায্য চাইতে পারবেন না। আমরা এটা করতে পারিনি। কিন্তু এই কঠিন সময়ে আমাদের দোরগোড়ায় খাদ্য ত্রাণ পৌছে দিয়ে সরকার এবং ব্র্যাক সত্যই আমাদের অনেক উপকার করেছে।"

Life during ‘relaxed lockdown’

In an effort to keep the economy going, the lockdown was lifted from 31st May 2020 [32], and the government permitted shops and small enterprises to operate on limited scale following health safety directives such as maintaining social distancing, arrangement of hand washing at shops etc. Most of the participants who were previously working have returned to their old jobs except Motin (19), Fatema (26) and Purnima (26). When the shop where Motin worked opened up, and his master crafts person called for him to come back, Motin’s mother refused as she was scared of Motin catching the virus from the motorcycle repair shop. Motin’s mother said,

“So many people would visit the motorcycle repair shop. Nobody knows who is carrying the virus. My son, Motin does not understand things a lot. I worry he will catch the virus if I send him to work.”

As for Fatema (26), she also went back to her tailor shop, but she got sick with cold and fever, and was scared to go back ever since. Purnima (26), is now out of work since very few people come to the beauty parlour for services. Her employer had also promised to increase her salary, but even that was put to a halt because of the COVID-19 pandemic. Collecting money from people was no longer an option for her either, as people would not let anyone into their houses from fear of COVID.

All the participants that went back to work since the lifting of lockdown reported fewer customers, be it Jhorna (24), Shumon (28) or Shumi (20). Since all the shops were ordered to close early, working hours were also reduced. Shumon, who runs his own mobile phone repair shop said that customers now ask for discounted rates, as they were also going through a financial crisis owing to COVID-19. Besides, closing his shop early also means reduced income.

Raju (21), who runs a boutique shop reported that her sales have gone down a lot ever since the pandemic hit. She had already made a lot of dresses, but did not get enough orders. However, he still had to pay the employees who helped sew those clothes. To make up for the losses, and to keep her own shop running, she now works longer hours at her master crafts person tailoring shop for a fixed salary.

Jhorna (24) revealed that although now she had returned to work at the furniture store, her salary had reduced a great deal from BDT 2500 (USD 30) to BDT 1500 (USD 18). This was due to the lower number of orders at the furniture shop since the start of the pandemic. Jhorna’s husband still does not have a fixed income, and with this reduction in her monthly income, Jhorna is now facing difficulties paying bills and buying necessities.

These workplaces where our participants worked took precautionary measures against coronavirus, for its staff and customers. Shumon (28), who runs his own shop, said that he kept a bottle of hand sanitizer at his shop for the customers, and he always wore a mask while at his shop. The beauty parlour, where Shumi (20) worked, asked customers to apply hand sanitizer upon entering. All employees were asked to maintain cleanliness and were given masks which they had to wear at all times. Given the nature of their work at the beauty parlour, working with gloves on was not comfortable for them, so they would always wash their hands with soap before attending to a customer. Raju’s (21) workplace has kept a bucket of water and soap outside, and requires everyone to wash their hands before entering. They change the water in the bucket every few hours. They were also given masks and asked to keep themselves clean.

At the furniture shop where Jhorna (24) works, all the employees were provided with masks and gloves which they had to wear while at work. They were asked to work further away from each other maintaining a distance of at least 3 feet. The furniture shop is kept cleaner than before, and they regularly apply disinfectant. To her, it smells like shampoo. Before the pandemic, they used to get snacks during work, but it has also stopped now, given the risk of spread. Given that Jhorna has to bring her child to work, her master crafts person was kind enough to also give her a separate room to work. She said,

“Sir now let’s me work in a separate room in our shop as I have to bring my child with me. I brought some toys for him from home, and kept it in the room. My son plays with those while I work. All the other women work in the other area.”

লকডাউন শিথীল করার পরের জীবনচিত্র

অর্থনীতিকে অব্যাহত রাখার প্রয়াসে, ২০২০ সালের ৩১ শে মে থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়, এবং সরকার সামাজিক সুরক্ষা বজায় রাখা, দোকানগুলিতে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা অনুসরণ করে সীমিত আকারে দোকান এবং ছোট উদ্যোক্তাদের কাজ করার অনুমতি দেয় [32]। মতিন, ফাতেমা এবং পূর্ণিমা বাদে পূর্বে কর্মরত অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই পুরানো চাকরিতে ফিরে এসেছে। মতিন যেখানে কাজ করতো সেই দোকানটি যখন খুলে গেল, তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানালেও, মতিনের মা মোটরসাইকেলের মেরামতের দোকান থেকে ভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কা করে মতিনকে আর কাজে যেতে দেয় নি। মতিনের মা বলেন-

“অনেকেই মোটরসাইকেলের মেরামতের দোকানে আসে। কে এই ভাইরাসটি বহন করছে তা কেউ জানে না। আমার ছেলে, মতিন বিষয়গুলি খুব একটা বোঝে না। আমার ভয় হয় যে সে ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবে।”

ফাতেমাও দর্জির দোকানে কাজে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু ঠান্ডা এবং জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে এবং তখন থেকেই কাজে ফিরে যেতে ভয় পেয়েছিল। পূর্ণিমা ধরতে গেলে এখন কাজের বাইরে, যেহেতু খুব অল্প লোকই বিউটি পার্লারে পরিষেবার জন্য আসে। তার নিয়োগকর্তা তার বেতন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, তবে কভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। লোকেদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এখন আর তার পক্ষে হচ্ছে না, কারণ লোকেরা করোনার ভয়ে কাউকে তাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয় না। লকডাউন তুলে দেয়ার পর যারা কাজে ফিরে গিয়েছিলেন যেমন ঝর্ণা, সুমন কিংবা সুমি তারা সবাই আগের থেকে কম গ্রাহক পাচ্ছে বলে জানায়। যেহেতু সব দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ করার নির্দেশনা ছিল, তাই কাজের সময়ও কমে গিয়েছিল। সুমন, যার কিনা নিজের মোবাইল ফোন মেরামতের দোকান আছে, জানায় যে গ্রাহকরা এখন মূল্যছাড় চান, কারণ তারাও কোভিড-১৯ এর কারণে আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তার দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ করা মানেই আয় কমে যাওয়া।

রাজু, যে এখন বুটিকের দোকান চালাচ্ছে, জানিয়েছে যে মহামারী সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই তার বিক্রি অনেক কমেছে। সে ইতিমধ্যে প্রচুর পোশাক তৈরি করেছে, তবে পর্যাপ্ত অর্ডার পায় নি। এখনও তাকে সেই পোশাকগুলো তৈরিতে সহায়তাকারী কর্মীদের অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে। ক্ষতি পূরণ করতে এবং নিজের দোকান চালিয়ে যাওয়ার জন্য, সে এখন নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সনের টেইলারিংয়ের দোকানে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে।

ঝর্ণা জানায় যে এখন যদিও সে ফার্নিচারের দোকানে ফিরে গেছে কাজ করতে, কিন্তু তার বেতন ২৫০০ টাকা (৩০ ডলার) থেকে কমে এখন ১৫০০ টাকায় (১৮ মার্কিন ডলার) এসে ঠেকেছে। মহামারী শুরুর পর থেকে আসবাবের দোকানে কম সংখ্যক অর্ডারের কারণে এরকমটা ঘটেছে। ঝর্ণার স্বামীর এখনও কোন নির্দিষ্ট আয় নেই, এবং নিজের মাসিক আয় কমে যাওয়ায়, ঝর্ণা এখন বিল পরিশোধ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে।

যেসব কর্মক্ষেত্রগুলো তে অংশগ্রহণকারীরা কাজ করতো সেখানে তারা নিজেদের কর্মী এবং গ্রাহকদের জন্য করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করে বলে জানা যায়। সুমন যে নিজের দোকান চালাচ্ছে, সে বলে যে গ্রাহকদের জন্য তার দোকানে এক বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা আছে এবং সে দোকানে থাকাকালীন সর্বদা একটি মাস্ক পরে থাকে। যে বিউটি পার্লারে সুমি কাজ করে, সেখানে গ্রাহকদের প্রবেশের সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে বলা হয়। সমস্ত কর্মচারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বলা হয় এবং তাদের মাস্ক দেওয়া হয়েছে যা তাদের সর্বদা পরে থাকতে হয় । বিউটি পার্লারে তাদের কাজের প্রকৃতি বা ধরণ অনুযায়ী, গ্লাভস পরে কাজ করা তাদের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যজনক ছিল না, তাই তারা কোন কাজ শুরু করার আগে সর্বদা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিত। রাজুর কর্মক্ষেত্রে এক বালতি পানি এবং সাবান বাইরে রাখা হয়েছে এবং প্রবেশের আগে প্রত্যেকের হাত ধুয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক। তারা প্রতি কয়েক ঘন্টা পর পর বালতির পানি পরিবর্তন করে। তাদেরকে মাস্কও দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে নিজেকে পরিষ্কার রাখার।

ঝর্ণা যে আসবাবের দোকানে কাজ করে সেখানে সমস্ত কর্মচারীদের মাস্ক এবং গ্লাভস সরবরাহ করা হয়েছে যা তারা কাজের সময় পরে থাকে। তাদের একে অপরের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে। আসবাবপত্রের দোকানটিও আগের তুলনায় পরিষ্কার রাখা হয় এবং তারা নিয়মিত জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে। তার কাছে, এটির গন্ধ শ্যাম্পুর মত। মহামারী হওয়ার আগে তারা কাজের সময় নাস্তা পেতো, তবে রোগ ছড়ানোর ঝুঁকির প্রেক্ষিতে এটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ঝর্ণার তার বাচ্চাকে কাজে আনতে হবে তা দেখে, তার মাস্টার ক্রাফটস পার্সন তাকে কাজ করার জন্য একটি পৃথক ঘর দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সদয় ছিলেন। সে বলে-

“স্যার এখন আমাকে আমার দোকানের একটি পৃথক ঘরে কাজ করতে দেন, কারণ আমার বাচ্চাকে আমার সাথে আনতে হয়। আমি বাসা থেকে তার জন্য কিছু খেলনা এনে রেখেছি। আমি কাজ করার সময় আমার ছেলে সেগুলো নিয়ে খেলা করে। অন্য মহিলারা অন্য স্থানে কাজ করে।”

Towards an Uncertain Future:

After talking to most of the participants during the COVID-19 pandemic, one thing was clear - while all of them were struggling, they were determined to stay afloat. Setting their differences and struggles aside, their one true wish was to have the opportunity to join the workforce and fend for themselves, like every other citizen of the country. However, the onset of COVID-19 and the subsequent lockdown had put a stop to their journey, adding to their pre-existing pile of obstacles.

Although now, things are gradually reopening on a limited scale and businesses are running again, life is hardly the same. Work environments have changed drastically, salaries have decreased and work opportunities are scarce. Yet, the BRAC Skills Development Programme graduates are thankful for being able to simply go out again and work hard to earn a living and pay for their own food, despite whatever adversities they may face. Jhorna said,

"I didn't lose hope since I have continued with this work for so long, I won't let it go. The 10 taka that I get, I will manage with that 10 taka."

To cope up with these difficult times, many have taken loans, and spent all their savings. Shumi (20) mentioned that if the current situation continues, she and her family will have no option but to leave Dhaka. Their landlord was not excusing their rent and her mother ultimately had to take a loan from a neighbour, the repayment of which is an added burden on their family. She said,

"The biggest impact for us is financial. It will affect us financially the most because our households run with our money. Before there was no debt...now this has increased as well."

For others, the funds that they are using to run their households were actually meant for future plans that they had in mind. The graduates' dreams and hopes of advancing in their careers have taken a back seat, in the fight for survival amidst a pandemic. With great sadness, Raju said,

"The goals that I have for the future... I don't think a single one of them will get fulfilled because of this corona virus".

Speaking to our respondents gave us a picture of how drastically this COVID-19 pandemic has changed people's lives, especially those who were already disadvantaged and vulnerable. We hope that the participants graduates can survive through these dark times and overcome the obstacles COVID-19 has presented, so that they can continue on the path to fulfilling their dreams.

অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলার পরে, একটি বিষয় স্পষ্ট যে তারা সকলেই টিকে থাকার লড়াইয়ে টিকে থাকতে দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাদের ভিন্নতা এবং সংগ্রামকে একপাশে রেখে, তাদের মূল ইচ্ছা ছিল দেশের প্রতিটি নাগরিকের মতো শ্রমশক্তিতে যোগদানের মাধ্যমে এক প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তোলা। তবে কোভিড-১৯ এর সূচনা এবং পরবর্তী লকডাউনটি তাদের যাত্রাপথ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের জীবনে ইতিমধ্যে বিদ্যমান বাধাগুলির সাথে আরো কিছুটা যুক্ত করে দেয়।

যদিও এখন, ধীরে ধীরে জিনিসগুলো সীমিত পরিসরে পুনরায় খোলা হচ্ছে এবং ব্যাবসাগুলো আবার চলছে, জীবন আগের থেকে অনেকটাই ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কাজের পরিবেশ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, বেতন হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের সুযোগও খুব কমে গেছে। তবুও, ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্র্যাজুয়েটরা যেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনই হতে হোক না কেন, বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে এবং কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে পেরে এবং নিজের খাবারের জন্য অর্থ যোগাড় করতে পেরে কৃতজ্ঞ। ঝর্ণা বলে-

“এত দিন এই কাজটি চালিয়ে যাওয়ার পরে আমি আশা হারাতে পারি না, আমি এটি ছেড়ে দেব না। আমি যে ১০ টাকা পাই, আমি সেই ১০ টাকা দিয়েই চলবো।”

এই কঠিন সময়গুলো মোকাবেলা করার জন্য, অনেকেই ধার নিয়েছে এবং তাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে ফেলেছে। সুমি উল্লেখ করে যে বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তার এবং তার পরিবারের ঢাকা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। তাদের বাড়িওয়ালা তাদের ভাড়া মাফ করছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তার মাকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করতে হয়েছিল, এই অর্থ পরিশোধ করাটা তাদের পরিবারের উপর একটি অতিরিক্ত বোঝা। তার মতে-

“আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রভাব হল অর্থনৈতিক প্রভাব। এটি আমাদের উপর আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে কারণ আমাদের পরিবারগুলো আমাদের অর্থ দিয়ে চলে। আগে কোনও ঋণ ছিল না ... এখন সেটাও বেড়েছে।”

অন্যদের ক্ষেত্রে, তারা যে অর্থ তাদের পরিবার পরিচালনার জন্য ব্যবহার করছে তা আসলে তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় কাজে লাগানোর জন্য সঞ্চিত ছিল। মহামারীর মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে গ্র্যাজুয়েট দের স্বপ্ন এবং কর্মজীবনে অগ্রগতির আশা অনেকটাই পিছিয়ে পরেছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে রাজু বলে-

“ভবিষ্যতের জন্য আমার যে লক্ষ্যগুলো রয়েছে ... আমার মনে হয় না যে এই করোনাভাইরাসের কারণে তাদের একটিও পূরণ হবে।”

এই কোভিড-১৯ মহামারীটি মানুষের জীবনকে কী ব্যপক আকারে পরিবর্তন করেছে তা সাথে কথা বলার মাধ্যমে উঠে এসেছে, বিশেষ করে যারা ইতিমধ্যে সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকি পূর্ণ। আমরা আশা করি যে ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রাজুয়েটরা এই কঠিন সময় ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে এবং কোভিড-১৯ এর বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে, যাতে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

Acknowledgement

We would like to begin by giving our heartfelt thanks to the respondents who participated in this study and their families, for giving us their valuable time, sharing their experiences and being so welcoming to complete strangers. We would also like to thank the master crafts persons for allowing the graduates to speak to us during their work.

We would like to thank Asif Saleh, Executive Director, BRAC, Bangladesh for his guidance in encouraging to keep social inclusion lens throughout all interventions. Deeba Farah Haque, Senior Programme Manager, PRL for leading the initial stages of the study, Sonia Bintey Sarowar and Elahi Rawshan, Specialist, Social Inclusion for supporting throughout the process, Rezaul Mazid, Senior Manager, Opertaions and through his leadership all Regional Managers, Area Managers, District Managers and Social Inclusion Sector Specialists who supported throughout the study.

We are also extremely grateful to Sabina Faiz Rashid, Dean and Professor, BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University for giving her critical input and feedback on this study.

Special thanks to Farhana Alam, the Principal Investigator for this study and the Assistant Director for Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR), for having the vision to create this book, steering it in the right direction, and giving these stories the platform they deserve.

Lastly, we would like to thank the research team Alvira Farheen Ria, Prantik Roy, Savio Rousseau Rozario and Wafa Alam from BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University for their hard work and for carrying out the entire study with a strong passion and dedication.

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রাজুয়েট এবং তাদের পরিবারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তারা তাদের মূল্যবান সময় এবং অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করে এই গবেষণা কাজটিকে সফল করতে সাহায্য করেছেন। কাজের মাঝে গ্রাজুয়েটদের কে আমাদের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দাওয়ার জন্য মাস্টার ক্রাফটস পারসন-দের কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল কার্যক্রমে সার্বিক দিকনির্দেশনার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই জনাব আসিফ সালেহ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ব্র্যাক এর প্রতি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই দিবা ফারাহ্ হক, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিআরএল এর প্রতি এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য; একই সাথে সনিয়া বিনতে সরয়ার এবং মোঃ এলাহী রওশান, সোশ্যাল ইনক্লুশন স্পেশ্যালিস্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর প্রতি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জড়িত থেকে সহযোগিতা করার জন্য এবং রেজাউল মজিদ, সিনিয়র ম্যানেজার, অপারেসন্স এবং তার নেতৃত্বে সকল রিজিওনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার ও সোশ্যাল ইনক্লুশন সেক্টর স্পেশালিষ্টবৃন্দ- এর প্রতি, এই গবেষণায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

এই গবেষণায় মূল্যবান পরামর্শ এবং মতামত প্রদানের জন্য সাবিনা ফয়েজ রশিদ, ডিন এবং প্রফেসর, ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এর কাছেও আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এই বইটির সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং এই গল্পগুলিকে তাদের প্রাপ্য প্ল্যাটফর্ম উপহার দেওয়ার জন্য এই গবেষণার প্রধান এবং জেন্ডার এন্ড সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস, সহকারী পরিচালক, ফারহানা আলমকে বিশেষ ধন্যবাদ।

অবশেষে, কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় আবেগ এবং নিষ্ঠার সাথে পুরো গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে গবেষক দল: আলভিরা ফারহিন রিয়া, প্রান্তিক রায়, স্যাভিও রুশো রোজারি এবং ওয়াফা আলম কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

References

[1] BRAC. (2019). STAR Toolkit: Introducing a successful apprenticeship programme. Dhaka: BRAC. Retrieved from http://www.brac.net/program/wp-content/uploads/2019/09/2019-3-19-STAR-Toolkit-External.pdf

[2] Rahman, R., Rahman, A., Samadder, Z. R., & Bayes, A. (2017). The Effects of Skill Training on Livelihoods: Evidence from BRAC's Intervention on School Dropout Adolescents. Dhaka: BRAC Research and Evaluation Division.

[3] Shatil, T. & Kamruzzaman, M. (2019). Social Inclusion through Skills Development: Stories from Persons with Disabilities and Transgender people. Unpublished manuscript, BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University.

[4] World Bank. (2013). Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. Washington, DC: World Bank.

[5] Banks, L. M., & Polack, S. (2014). The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities: Evidence from Low and Middle Income Countries. CBM; International Centre for Evidence in Disability; London School of Hygiene & Tropical Medicine.

[6] Brewer, L. (2013). Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide to core work skills. Geneva: International Labour Organization.

[7] BRAC. (2017). Enhancing decent employment opportunities for women and marginalized groups in growth sectors. Retrieved from https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2017/BRACpaper.pdf

[8] Shrestha, G. K. (2016). Understanding the challenges of women in non-traditional occupations. Journal of Training and Development, 42-49 ,2. https://doi.org/10.3126/jtd.v2i0.15437

[9] Reddy, S. (2016, March 9). Increasing women's access to skills and jobs. The Daily Star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/op-ed/increasing-womens-access-skills-and-jobs788224-

[10] Mizock, L., Riley, J., Yuen, N., Woodrum, T. D., Sotilleo, E. A., & Ormerod, A. J. (2018). Transphobia in the Workplace: A Qualitative Study of Employment Stigma. Stigma and Health, 275-282 ,(3)3. https://doi.org/10.1037/sah0000098

[11] Papoulias, C. (2006). Transgender. Theory, Culture & Society, 231-233 ,(3-2)23. https://doi.org/10.1177/026327640602300250

[12] Khan, S. I., Hussain, M. I., Parveen, S., Bhuiyan, M. I., Gourab, G., Sarker, G. F., Arafat, S. M., Sikder, J. (2017). Living on the Extreme Margin: Social Exclusion of the Transgender Population (Hijra) in Bangladesh. Journal of Health Population and Nutrition, 441-451 ,(4)27. https://doi.org/10.3329/jhpn.v27i4.3388

[13] The World Bank. (2018). Disability Inclusion and Accountability Framework. Retrieved from https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/437451528442789278/disability-inclusion-and-accountability-framework

[14] Kaye, H. S., Jans, L. H., & Jones, E. C. (2011). Why Don't Employers Hire and Retain Workers with Disabilities? Journal of Occupational Rehabilitation, 526-536 ,(21)4. https://doi.org/10.1007/s10926-011-9302-8

[15] Baidi, N., & Ilias, A. (2019). The acceptability towards PWDs at workplace – perceptions and awareness. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled People, 10-18 ,6.

[16] Hossain, A. (2017). The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh. Culture, health and sexuality, 1431 – 1418 ,(12)19. https://doi.org/13691058.2017.1317831/10.1080

[17] Kamruzzaman, Md. (2020, April 17). Bangladesh Poor Experience 80pc Drop in Income for Coronavirus. Anadolu Agency. Retrieved from: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/coronavirus-poor-income-drops-80-in-bangladesh/1808837

[18] UN Women (2020, April 27). Far from the spotlight, women workers are among the hardest hit by COVID19- in Bangladesh . Retrieved from: https://www.unwomen.org/en/news/stories/4/2020/feature-women-workers-hardest-hit-by-covid-19-in-bangladesh

[19] Tithila, K. K. (2020, April 18). Coronavirus: Transgenders hit hard as lockdown bites. Dhaka Tribune. Retrieved from: https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/18/04/2020/coronavirus-your-transgender-neighbour-sleeps-on-an-empty-stomach

[20] Sarker, S. M. (2020, June 12). How Covid19- is affecting persons with disabilities.The Business Standard Bangladesh. Retrieved from: https://tbsnews.net/thoughts/how-covid-19-affecting-persons-disabilities92416-

[21] Hasan, K & Shaon, A. I. (2020, March 8). First 3 cases of coronavirus confirmed in Bangladesh. Dhaka Tribune. Retrieved from: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/08/03/2020/iedcr-3-affected-with-coronavirus-in-bangladesh

[22] All educational institutions closed till March 31: Dipu Moni (2020, March 16).The Daily Star. Retrieved from: https://www.thedailystar.net/bangladesh-all-educational-institutions-closed-till-march18-31-81541

[23] Social gatherings Covid19-: Bangladesh restricts all kinds of gatherings (2020, March 19). Dhaka Tribune. Retrieved from: https://www.dhakatribune.com/current-affairs/19/03/2020/covid-19-bangladesh-restricts-all-kinds-of-gatherings

[24] Soft lockdown over Covid19-: Welcome step, but is it enough? (2020 March 26). Dhaka Tribune. Retrieved from: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/26/03/2020/soft-lockdown-over-covid-19-welcome-step-but-is-it-enough

[25] What about workers in the informal sector? (2020, March 30). The Daily Star. Retrieved from: https://www.thedailystar.net/opinion/perspective/news/what-about-workers-the-informal-sector1887409-

[26] Hossain, S. & Ahmed, R. (2020, March 28). Informal sector workers hard hit by coronavirus shutdown. NewAgeBangladesh.Retrieved from: https://www.newagebd.net/article/103339/informal-sector-workers-hard-hit-by-coronavirus-shutdown

[27] Sakib, SM. N. (2020 April 9). COVID19-: Lockdown leaves millions jobless, helpless in Bangladesh. Anadolu Agency. Retrieved from: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-lockdown-leaves-millions-jobless-helpless-in-bangladesh/1798786

[28] Thousands of 'Starving' Bangladesh Garment Workers Protest for Pay During Covid19-Lockdown. (2020 April 13).News18. Retrieved from: https://www.news18.com/news/world/thousands-of-starving-bangladesh-garment-workers-protest-for-pay-during-covid-19-lockdown2576357-.html

[29] Islam, S. (2020, May 27). Bangladesh leaving lockdown as offices, public transports to reopen from May 31.BDNews24. Retrieved from: -https://bdnews24.com/bangladesh/27/05/2020/bangladesh-leaving-lockdown-as-offices-public-transports-to-reopen-from-may31-

[30] Active Covid Cases: Bangladesh now eighth in world (2020, August 14). The Daily Star. Retrieved from: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/active-covid-cases-bangladesh-now-eighth-world1944637-

[31]Soft lockdown over Covid19-: Welcome step, but is it enough? (2020 March 26). Dhaka Tribune. Retrieved from: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/26/03/2020/soft-lockdown-over-covid-19-welcome-step-but-is-it-enough

[32] Islam, S. (2020, May 27). Bangladesh leaving lockdown as offices, public transports to reopen from May 31.BDNews24. Retrieved from: https://bdnews24.com/bangladesh/27/05/2020/bangladesh-leaving-lockdown-as-offices-public-transports-to-reopen-from-may31-